ইসরায়েলি হামলায় ধ্বংস হয়ে গেল ১০০ বছরের পুরনো মসজিদ

সারে-জমিন

সংবর্ধনা ও প্রাক্তনী পুনর্মিলন আল আমীনে

রূপসী বাংলা

দলিত, মুসলিম ও পিছিয়ে পড়া জনজাতির সংগঠন

সম্পাদকীয়

মিল্লি ইত্তেহাদের ওবিসি, ওয়াকফ সচেতন সভা

গ্রাম-বাংলা

১৬ ঘণ্টা ধরে লিবিয়ার বিমানবন্দরে 'জিম্মি' নাইজেরীয় ফুটবলাররা

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
১৫ অক্টোবর, ২০২৪
২৯ আশ্বিন ১৪৩১
১১ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 277 ■ Daily APONZONE ■ 15 October 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

এনসিপিসিআর-এর মাদ্রাসা বন্ধের চিঠির বিরোধিতা বাংলার

আপনজন ডেস্ক: জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন (এনসিপিসিআর) জানিয়েছে, তারা বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলিকে সেখানকার সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদাসাগুলি বন্দ করার যে সুপারিশ করেছে তার বিরোধিতা করেছে বেশ কয়েকটি রাজ্য। উল্লেখ্য, জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন সম্প্রতি সুপারিশ করেছে সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি মাদ্রাসা বোর্ডগুলিতে অর্থায়ন বন্ধ করে দিক এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলি বন্ধ করে দিক। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্যসচিবদের লেখা চিঠিতে এনসিপিসিআর চেয়ারম্যান প্রিয়াঙ্ক কানুনগো ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইন (আরটিই) অনুসারে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের চিঠি লিখে সমস্ত সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এবং স্বীকৃত মাদ্রাসাগুলিতে অমুসলিম শিশুরা ক্লাসে অংশ নেয় এমন সমস্ত বিশদ তদন্ত করার পাশাপাশি সমস্ত মানচিত্রবিহীন মাদ্রাসার মানচিত্র তৈরি করতে বলে। সেই সঙ্গে বর্তমানে মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়া অমুসলিম শিশুদের মূলধারার স্কুলে স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেয়।

জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের এই চিঠি প্রত্যাখ্যান করেছে বেশ কয়েকটি রাজ্য।

এ ব্যাপারে জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন বলেছে, বেশ কয়েকটি রাজ্য সরকার তাদের রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসার মানচিত্র তৈরির নির্দেশ কার্যকর করতে সাড়া দেয়নি বা অনিচ্ছুক। তারা বলেছে এটি "মৌলিক অধিকারের প্রাতিষ্ঠানিক লঙ্ঘন"।

সংবাদ সংস্থা সূত্র জানিয়েছে, কমিশনের নির্দেশের জবাবে পশ্চিমবঙ্গ বলেছে, যেহেতু ভারতীয় সংবিধানের ২৯(২) অনুচ্ছেদে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের পছন্দের যে কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির অধিকার দেওয়া হয়েছে, তাই ধর্ম, জাতি বা বর্ণের ভিত্তিতে কোনও বৈষম্য করা হবে না। শুধু বাংলা নয়, কর্নাটক তামিলনাড়ু, কেরল সহ বিভিন্ন রাজ্য এনসিপিসিআরের সুপারিশের বিরোধিতা করেছে।

ডিভিশন বেঞ্চের রায় না মেনে ফের পরীক্ষা নেওয়ার অভিযোগ

মাদ্রাসার গ্রুপ-ডি নিয়োগে স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: মাদ্রাসা সার্ভিসের গ্রুপ ডি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ফের স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। নিয়োগ প্রক্রিয়ার অনিয়ম এবং ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের সঙ্গে অসামঞ্জস্যতার অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে দায়ের হওয়া মামলার শুনানিতে বিচারপতি পার্থসারথি সেন ওই নির্দেশ দিয়েছেন। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের সাত নম্বর কোর্টে শুনানির শেষে বিচারপতি পার্থসারথি সেন বলেন, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের ৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখের নোটিশ অনুসারে ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত বা পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোনও নিয়োগ প্রক্রিয়া করা যাবে না। ১৪ বছর পর সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়া মাদ্রাসা সার্ভিসের 1st SLST গ্রুপ ডি পদের মেইন পরীক্ষার ফলাফলে চূড়ান্ত অস্বচ্ছতা রয়েছে বলে দাবি করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মামলাকারী আব্দুল লতিফ, মোহাম্মদ হাবিল, মুহাম্মদ হাবিব মণ্ডল সহ প্রায় ৬০জন। পৃথক দুটি মামলা একত্রীকরণ করে শুনানি হয়। মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন সৌম্য মজুমদার এবং গোলাম মহিউদ্দিন। মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের তরফে আইনজীবী ছিলেন কমলেশ ভট্টাচার্য এবং প্রসেনজিৎ মুখার্জি।

(ইনসেটে) মামলার অন্যতম আবেদনকারী হাবিল সেখ

আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী সৌম্য মজুমদার বলেন, ডিভিশন বেঞ্চ ২০২০ সালে ৪ ফেব্রুয়ারি তার আদেশে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনকে 1st SLST (NT) নিয়ে আর লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার অনুমতি দেয়নি। তাই মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের ৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখের উদ্ধৃত নোটিশটি মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের আদেশের চেতনার পরিপন্থী এবং এটি স্থগিত করা দরকার।

যদিও মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের আইনজীবী রিট আবেদনকারীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি। তাই মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের ৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখের উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটিকে চ্যালেঞ্জ করার কোনও অধিকার নেই। তাই তারা ডিভিশন বেঞ্চের দেওয়া আদেশের সুবিধা নিতে পারবেন না। ভট্টাচার্য আরও বলেন, বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ ওই পরীক্ষার ফলাফল তিন মাসের মধ্য প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয় মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনকে। তারপর লিখিত পরীক্ষা ইতিমধ্যে পরিচালিত হয়েছে এবং সফল প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ, আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করা যেত। কিন্তু লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের কথা বিবেচনা করে এবং কর্তৃপক্ষের অসতর্ক আচরণের কারণে তাদের ভাগ্য এখনও অন্ধকারে ও অনিশ্চিত। আমরা মনে করি যে একক বেঞ্চ বা ডিভিশন বেঞ্চের রায়কে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। নির্দেশনাটিতে স্পষ্ট এবং সহজ ছিল যে লিখিত পরীক্ষা পরিচালনার পরে উত্তরপত্রগুলি মূল্যায়ন করতে হবে এবং সফল প্রার্থীদের নির্দেশ করে প্যানেল প্রস্তুত করতে হবে। উপরোক্ত আদেশটি পর্যালোচনা করার পরে, আদালতের কাছে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত মামলাটি নিষ্পত্তির সময় ডিভিশন বেঞ্চ কমিশনকে পূর্বোক্ত নিয়োগ পরীক্ষার ক্ষেত্রে আরও লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার অনুমতি দেয়নি। যদিও ইতিমধ্যে ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পুনরায় লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সফলদের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এরপর বিচারপতি নির্দেশ দেন, ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত বা পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোনও নিয়োগ প্রক্রিয়া করা যাবে না। উল্লেখ্য, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের কাউন্সেলিংয়ের কথা ছিল ২২ থেকে ২৪ অক্টোবর।

এ ব্যাপারে আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী গোলাম মহিউদ্দিন 'আপনজন'কে বলেছেন, কোর্টের রায়কে অমান্য করেছে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। রায় উপেক্ষা করে পুনরায় পরীক্ষা নিয়েছে।

অবেদনকারীদের অন্যতম মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা মুহা. হাবিল 'আপনজন'কে বলেন, মাদ্রাসার সার্ভিস কমিশনের বিরুদ্ধে চাকরির বয়স থাকা পর্যন্ত আইনি লড়াই লড়ে যাব। মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন স্পষ্ট ভাবে রেজাল্টও প্রকাশ করেনি। সবকিছুই অন্ধকারে রাখা হয়েছে। আগেরবার মেইন পরীক্ষা দিয়েছিলাম। পাস করা সম্ভাবনা ছিল ১০০ শতাংশ বলে তার দাবি।

ওয়াকফ বিল নিয়ে জেপিসি-র বৈঠক বয়কট বিরোধীদের

আপনজন ডেস্ক: ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে সোমবার জেপিসি-র বৈঠক বয়কট করলেন সমস্ত বিরোধী সাংসদরা। তাদের অভিযোগ, এই কমিটি তাদের নীতি থেকে বিচ্যুৎ হয়েছে। কংগ্রেসের গৌরব গগৈ ও ইমরান মাসুদ, ডিএমকে-র এ রাজা, শিবসেনার অরবিন্দ সাওয়ান্ত, এআইএমআইএম-এর আসাদউদ্দিন ওয়াইসি, সমাজবাদী পার্টির মহিবুল্লাহ এবং আম আদমি পার্টির সঞ্জয় সিংয়ের মতো বিরোধী সাংসদরা বৈঠক থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যান এবং এর কার্যক্রমের বিরুদ্ধে তীব্র মনোভাব প্রকাশ করেন। কিছু বিরোধী সাংসদ অভিযোগ করেন, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের মতো প্রবীণ বিরোধী সদস্যদের বিরুদ্ধে কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেওয়া এক ব্যক্তি ব্যক্তিগত অভিযোগ আনার অনুমতি দিয়েছিলেন। কমিটি পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিযোগ করে তারা বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য স্পিকারের কাছে সময় চেয়েছেন। মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, বিরোধীরা অভিযোগ করেছেন কর্নাটক রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশন ও কর্নাটক সংখ্যালঘু উন্নয়ন নিগমের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আনোয়ার মানিপ্পাদির একটি উপস্থাপনা নিয়ে। বিরোধীদের অভিযোগ ওই উপস্থাপনায় ওয়াকফ বিল সম্পর্কিত কিছু ছিল না। বিষয়টি ছিল কর্নাটক সরকার এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে নিয়ে কিছু অবাঞ্ছিত মন্তব্য। যা খাড়গের বদনাম করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

এর চেয়ারম্যানের অপসারণ চেয়ে সংসদের স্পিকারকে চিঠি দিয়েছেন বিরোধী সাংসদরা। এ ব্যাপারে শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ অরবিন্দ সাওয়ান্ত বলেন, আমরা সভা বয়কট করছি কারণ কমিটি নীতি ও নিয়ম মেনে কাজ করছে না। কমিটি তাদের নীতি থেকে বিচ্যুৎ হয়েছে. যা উচিত নয়। উল্লেখ্য বিজেপির প্রবীণ সাংসদ জগদম্বিকা পাল বর্তমানে যৌথ সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

চন্ডিপুর মোড় ❑ বিরলাপুর রোড ❑ বজবজ ❑ দঃ ২৪ পরগণা কলকাতা - ৭০০১৩৭

সাফল্যের দ্বিতীয় বছর

BUDGE BUDGE INSTITUTE OF NURSING
EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES
A Project of Amanat Foundation

আর ভিন রাজ্যে নয়!
ছেলেদের নার্সিং স্কুল এখন কলকাতার বজবজে

২০২৪-২৫ বর্ষে GNM কোর্সে ভর্তি চলছে

❑ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
❑ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
❑ ৩০০ বেড সমৃদ্ধ ইউনিপন হাসপাতাল, আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
❑ উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ
স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
https://bbinursing.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ 40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

❖ মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান ❖ ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান ❖ ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

প্রথম নজর

প্রতিমা বিসর্জন করতে এসে তলিয়ে গেলেন দুজন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: প্রতিমা বিসর্জন করতে এসে তলিয়ে গেল দুই ব্যক্তি। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার অন্তর্গত কংগ্রেস পাড়া এলাকার ঘটনা। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার তিন জন ব্যক্তি কংগ্রেস পাড়া এলাকার আত্রেয়ী নদী ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন করতে আসে। সেই সময় নদীতে তলিয়ে যায় ওই তিনজন। বিষয়টি নজরে আসলে স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় একজনকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ঘটনার পরবর্তী সময়ে শ্যামল কর দত্ত (৬৫) নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয় ঘটনাস্থল থেকে। তাঁর বাড়ি বালুরঘাট শহরের খাদিমপুর কাঠালপাড়া এলাকায়। অপর নিখোঁজ ব্যক্তির নাম অংশুমান নন্দী(৩৫)। তাঁর বাড়ি বালুরঘাট শহরের সন্ধ্যা সিনেমা হল এলাকায়। অন্যদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছায়। শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। যার পরে শ্যামল কর (দত্ত) নামের এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। নিখোঁজ অংশুমান নন্দীর সন্ধানে বর্তমানে চলছে তল্লাশি।

এ বিষয়ে স্থানীয় এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, 'এদিন তিন জন ব্যক্তি বালুরঘাটে কংগ্রেস পাড়া এলাকায় আত্রেয়ী নদী ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন করতে আসে। প্রতিমা বিসর্জনের সময় ঐ তিন জন ব্যক্তি তলিয়ে যায় আত্রেয়ী নদীতে। এরপর স্থানীয়রা এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করলেও বাকি ২ জন তলিয়ে যায় আত্রেয়ী নদীতে।

মৎস্যজীবিদের জালে উঠল মৃতদেহ

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● গোসাবা

আপনজন: হাড় হিম করা ঘটনা। সুন্দরবনের নদীবক্ষে জাল টেনে মাছ ধরার কাজ করছিলেন মৎস্যজীবিরা।জাল টেনে তুলতে হীমশিম খাচ্ছিলেন। ভেবেছিলেন বিশালাকৃতির তেলেভোলা কিংবা ভেটকি মাছ ধরা পড়েছে।আনন্দে উৎফুল্ল মৎস্যজীবিরা।জাল টেনে তুলতেই মৎস্যজীবিদের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যায়। জালে উঠে আসে এক বিশালাকৃতির অজ্ঞাত পরিচয় মৃতদেহ। খবর দেওয়া হয় সুন্দরবন কোষ্টাল থানা ও গোসাবা থানায়। পুলিশ আসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে।ময়না তদন্তে পাঠায়।এই অজ্ঞাত পরিচয় মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল ছড়িয়ে পড়ে। সকাল থেকে নদীপাড়ে মৃতদেহ দেখতে ভিড় জমায় স্থানীয়রা।রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা ব্লকের গোমর নদীর জটিরামপুর ঘাট সংলগ্ন নদীবক্ষে। স্থানীয় সূত্রে খবর রবিবার সকালে গোমর নদীতে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের জালে একটি মৃতদেহ উঠে আসে। সেই খবর গ্রামে পৌঁছাতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।পাশাপাশি খবর যায় স্থানীয় গোসাবা থানা ও সুন্দরবন কোস্টাল থানায়।উভয় থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে। প্রথমে গোসাবা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।পরে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়। তবে দেহটির কোন পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ পূর্ণ তদন্ত শুরু করছে।

ডব্লুবিসিএস সহ কৃতীদের সংবর্ধনা ও প্রাক্তনী পুনর্মিলন আল আমীন মিশনের নিউ টাউন ক্যাম্পাসে

যুবসমাজকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে: নুরুল ইসলাম

আপনজন ডেস্ক: মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে সাফল্যের পাশাপাশি সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটে ব্যাপক সাফল্যের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ থাকছে না রাজ্যের সংখ্যালঘুদের শিক্ষার বিস্তারে অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল আমীন মিশন। তাই আল আশীন মিশন কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মেধা অনুয়াযী অন্যান্য সম্মানজনক পেশাভিত্তিক কোর্সের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম হল রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক হওয়া প্রবেশকা ডব্লুবিসিএস প্রশিক্ষণ। আল-আমীন মিশনে প্রশিক্ষণ নিয়ে বহু ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যে ডব্লুবিসিএসে উত্তীর্ণ হয়েছে। সেইস ডব্লুবিসিএস ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা ও প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন অনুষ্ঠান হর রবিবার, আল আমীন মিশনের নিউ টাউন ক্যাম্পাসে। ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার্থী এবং সফল প্রাক্তনী মিলিয়ে অন্তত শ'খানেক মানুষজন এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এই পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে পরীক্ষার্থীরা তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতি, অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পান।

অনুষ্ঠানটি দুটি পর্যায়ে পরিচালিত হয়। প্রথম পর্যায়ের সূচনা হয় সকাল ১১টা নাগাদ। উপস্থিত ছিলেন আল-আমীন মিশনের প্রাণপুরুষ তথা প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এম. নুরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের স্পেশাল কমিশনার আইএএস শাকিল আহমেদ। সম্মানীয় অতিথি ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলাশাসক ও অবর নির্বাহী আধিকারিক মুহাম্মদ শামসুর রহমান, ডব্লুবিসিএস (এক্সি) প্রমুখ।

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার মাসুদ জামানকে সংবর্ধিত করছেন স্পেশাল কমিশনার আইএএস শাকিল আহমেদ

ডিএসপি আতিয়া রহমানকে সংবর্ধিত করছেন আল আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম

ডিএসপি শাহরোজে রেজাকে সংবর্ধিত করছে মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলা শাসক মুহাম্মদ শামসুর রহমান।

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার জামিলা হাসানকে সংবর্ধিত করছেন হাওড়ার অতিরিক্ত জেলা শাসক ইউনিস রিসিন ইসমাইল।

উদ্বোধনী ভাষণে আল-আমীন মিশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এম. নুরুল ইসলাম বর্তমান যুবসমাজকে প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শাকিল আহমেদ ডব্লুবিসিএস. পরীক্ষার গুরুত্ব, সঠিক প্রস্তুতি এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণের উপর জোর দেন। তিনি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের জন্য মূল্যবান পরামর্শ দেন। উৎসাহিত করেন যাতে তারা আত্মসন্তুষ্টিতে থেমে না থেকে আরো উচ্চতর সাফল্যের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন হাওড়া জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক আইএএস ইউনিস রিসিন ইসমাইল। নিজের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার গল্প শুনিয়ে সফল পরীক্ষার্থীদের আসন্ন কর্মজীবনে সৎ এবং নিষ্ঠাবান থাকার আর্জি জানান তিনি। তিনি আরো বলেন, জনপরিষেবা অর্থাৎ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা জনগণের কাছে সঠিক ভাবে পৌঁছে দেওয়া একজন আধিকারিক হিসেবে প্রধান উদ্দেশ্য ও কর্তব্য হওয়া উচিত। মুর্শিদাবাদ জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক মহ. শামসুর রহমান কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা এবং তার প্রতিকার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর বক্তব্য রাখেন।

আল আমীন মিশনের সুপারভাইসর প্রবীণ ব্যক্তিত্ব সেখ মারুফ আজম, তার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে উদ্দীপক বক্তব্য রাখেন। সেই সঙ্গে তাদের সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে নানা পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল আলোচনা পর্ব, যেখানে সফল প্রার্থীরা তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির কৌশল, অভিজ্ঞতা এবং সাফল্যের কাহিনী শেয়ার করেন। উজ্জ্বল প্রাক্তনী ও বর্তমানে অ্যাসিট্যান্ট কমিশনার (রেভেনিউ) রমজান আলি বলেন, এই ধরনের পুনর্মিলনী আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে। আমরা একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি। এছাড়াও তিনি মোবাইল ফোনের অপব্যবহারের এবং তার থেকে পরিত্রাণের উপায়ে জোর দেওয়ার কথা বলেন। আরো এক উজ্জ্বল প্রান্তনি ক্যানিং-১ এর বিডিও সেলিম হাবিব সরদার নৈতিকতা ও সততার উপর তাঁর মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন।

আলোচনা পর্বে ডব্লুবিসিএস ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির সঠিক পদ্ধতি, সময় ব্যবস্থাপনা এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। নতুন পরীক্ষার্থীরা তাদের প্রশ্ন ও সংশয় সমাধান করার জন্য প্রাক্তন পরীক্ষার্থীদের সাথে সরাসরি আলোচনা করার সুযোগ পান।

এদিনের অনুষ্ঠানে সফল ডব্লুবি. সিএস ও অন্যান্য আধিকারিকদের সাফল্যের জন্য তাদের সংবর্ধনা জানানো হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: আতিয়া রহমান (ডিএসপি), সাহারোজ রেজা (ডিএসপি), মহ. আজিজুর রহমান লস্কর,অ্যাসিট্যান্ট কমিশনার (রেভেনিউ), রাজিবুল শেখ, জয়েন্ট বিডিও, সেখ মাসুদ জামান, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার, জামিলা হান্নান, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার, সেখ মিজানুর ইসলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার, আবু তাহের শেখ-রেভেনিউ অফিসার, শেখ সেতাবুল- ডিসট্রিক্ট কোর্ডিনেটর (মিড-ডে মিল), সাহিনূর খাতুন আইসিডিএস সুপার ভাইজার প্রমুখ।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করেন আল-আমীন স্যাডি সার্কেলের ডিরেক্টর দিলদার হোসেন। তিনি বলেন, ডব্লুবিসিএস ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থী ও প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন শুধুমাত্র একটি মিলন উৎসব নয়, বরং এটি ভবিষ্যৎ প্রার্থীদের জন্য এক অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মাধ্যমে পরীক্ষার্থীরা নতুন উদ্যমে তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন। অনুষ্ঠান শেষে এই পুনর্মিলন উৎসবকে সফল করার জন্য সকল অংশগ্রহণকারীকে ধন্যবাদ ও হার্দিক অভিনন্দন জানান মিশনের সহকারী সাধারণ সম্পাদক শেখ হাফিজুর রহমান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বন্যা দুর্গতদের নিয়ে উৎসব উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: যখন সারা বাংলা বিভিজিত উৎসব আর আন্দোলন নিয়ে। তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছে একদল তরুণ। খানাকুল ব্লকের চবিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। বন্যা দুর্গতদের এই অঞ্চলের শতাধিক পড়ুয়াদের হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি বহুজনের হাতে নতুন পোষাক তুলে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে নবউন্মেষ (সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী মঞ্চ)-র সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় দাস বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা ঠিক করেছিলাম যদি উৎসবে ফিরতে হয় তাহলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসব উদযাপন করব।" সেই চিন্তা নিয়ে এই উদ্রোগ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে 'খুন' নদিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে 'খুন', তদন্ত পুলিশ এক ব্যক্তিকে রাত্রে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে খুনের অভিযোগ। ফাঁকা মাঠের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখতে পান এলাকার মানুষ।

এরপরই থানায় খবর দিলে পুলিশকে মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘটনাটি ঘটে করিমপুর থানার কাঠালিয়া এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম আজমত শেখ (৫০)। পরিবারের অভিযোগ, বাড়ি ওই ব্যক্তিকে কয়েকজন রাতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর মধ্যরাতে তাঁকে গুলি করে কাঠালিয়া মাঠে ফেলে রেখে যায় বলে অভিযোগ। সকালবেলায় করিমপুর কাঠালিয়ার রাউর্তবাড়ি এলাকার মানুষ ফাঁকা মাঠের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে দেখতে পান।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াই।

খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে। কে বা কারা কী কারণে তাঁকে গুলি করল, তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

সাধারণ বদলি মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন চালুর দাবিতে সরব শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সাধারণ বদলি নেওয়া মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন চালু রাখার দাবি জানালেন তৃণমূল পন্থী শিক্ষক সংগঠনের নেতারা। এই ব্যাপারে মাদ্রাসা শিক্ষকদের একাংশ জানান, এ রাজ্যের সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত প্রাপ্ত বাংলা ও উর্দু মাধ্যম ৬১৪ টি মাদ্রাসার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের রাজ্যজুড়ে সাধারণ বদলির যে সুপারিশ পত্র প্রদান করছে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন, তাকে মান্যতা দিয়ে ইচ্ছুক মাদ্রাসা গুলি সেপ্টেম্বর মাসের ২৩ তারিখের মধ্যেই প্রার্থীদের নতুন মাদ্রাসাতে যোগদানের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার প্রদান করে। কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা কাজে যোগদান করেন ২৩ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে। অধিকাংশ শিক্ষকরা তাদের রিলিজ নেওয়ার আগে সেপ্টেম্বরে মাসের বেতন অনলাইনে আগের মাদ্রাসা থেকেই নিয়েছেন। নতুন মাদ্রসাতে যোগদানের পর নিয়ম অনুসারে তাদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক (D.I.) কিংবা অতিরিক্ত জেলা মাধ্যমিক পরিদর্শক (ADI) এর দফতরে পাঠিয়ে পুনরায় অ্যাপ্রুভাল করাতে হয়। মাদ্রাসা শিক্ষকদের মতে, এই ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যা আছে, যা তড়িঘড়ি মেটানো একটু অসুবিধাজনক। যেমন যেসমস্ত প্রার্থীদের জেলা পরিবর্তন হয়েছে তাদের লাস্ট পে সার্টিফিকেট বা LPC তে জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক (D.I.) কিংবা অতিরিক্ত জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক (ADI) এর কাউন্টার সাইন (counter signsture) করা হলে তবেই তাকে গ্রাহ্য করা হয়। অক্টোবর মাসে মাত্র তিন দিন কর্মদিবস থাকার পর অফিসগুলিতে দুর্গা ও লক্ষ্মী পুজোর ছুটি পড়ে গেছে। ফলে যারা অন্য জেলায় বদলি হয়ে গেছেন তাদের লাস্ট পে সার্টিফিকেট এর কাউন্টার সাইন এর জন্য অ্যাপ্রুভাল আটকে গেছে। আবার যারা নিজের জেলাতেই বদলি নিয়েছেন তাদের সকলের অ্যাপ্রুভাল করা এত অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব নয় বলে মাদ্রাসা শিক্ষকদের দাবি। তাই অনেকের আশঙ্কা হল যদি বেতন চালু না হয় তাহলে অক্টোবর এর বেতন এরিয়ার হয়ে যাবে। লেট এপ্রুভাল এর কারণে একবার এরিয়ার হয়ে গেলে সেই বেতন পুনরুদ্ধার করা অনেক ঝামেলার। পুজোর মাসে বেতন এর সমস্যা হলে পুজোর আনন্দটাও ফিকে হয়ে যাবে। এবিষয়ে তৃণমূল পন্থী মাদ্রাসা শিক্ষক নেতা আবু সুফিয়ান পাইক বলেন, বদলি হওয়া শিক্ষকদের অক্টোবর মাসের বেতন বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ অধিকাংশ জেলার আধিকারিকগন অতি তৎপরতার সাথে অ্যাপ্রুভাল করে দিয়েছেন। যাদের একান্তই অ্যাপ্রুভাল হয় নি তাদের পুরোনো অ্যাপ্রুভাল সহ বদলি হওয়া প্রার্থীদের নিজ নিজ প্রোফাইল আগের মাদ্রাসা থেকে নতুন মাদ্রাসাতে ট্রান্সফার করিয়ে নিয়ে ডি. আই কিংবা A.D.I এর নিকট থেকে বেতন এর অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। এই ক্ষেত্রে অন্যান্য নথিপত্রের সাথে অনলাইন স্যালারি পোর্টাল (iosms) এর মাধ্যমে প্রার্থীর পে স্লিপ Pay Slip) টা প্রামাণ্য নথি হিসেবে যাতে বিবেচনা করা হয় তার জন্য জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকদের নিকট আবেদন জানানো হয়েছে।

গঙ্গা ভাঙন সমস্যা সমাধানের দাবিতে যুব সমাজের বিক্ষোভ সামশেরগঞ্জে

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: গঙ্গা ভাঙন সমস্যার সমাধানের দাবিতে যুব সমাজের বিক্ষোভে উত্তাল মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ। সোমবার বিকেল থেকে সামশেরগঞ্জের তালতলা মোড় থেকে শুরু হয় এই মিছিল। সিকদারপুর, লোহরপুর, উত্তর মোহাম্মদপুর, কাকুরিয়া, গান্ধারতলা, হাউসনগর সহ বিভিন্ন গ্রামের উপর দিয়ে পুরাতন জাতীয় সড়ক হয়ে মিছিলে ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ছোট শিশু থেকে শুরু করে মহিলা, যুব সমাজের উপস্থিতিতে দফায় দফায় স্লোগান চলে মিছিলে। ১০০ কোটি টাকা কোথায় গেলো তা নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠে, তেমনি সাংসদের ৩০% নিয়েও উঠে স্লোগান। বালির বস্তা দিয়ে গঙ্গা ভাঙ্গন রোধ নিয়েও স্লোগানে প্রতিবাদ লক্ষ করা যায় যুব সমাজের মিছিলে। লাগাতার কয়েক বছর ধরে গঙ্গা ভাঙ্গন হলেও কেন স্থায়ী সমাধান করা হচ্ছে না তা নিয়েও রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারকে এক হাত নেন আন্দোলনকারীরা। সেভ সামশেরগঞ্জ থিমে এদিনের এই মিছিলটি ডাকবাংলায় বিডিও অফিস মাঠে গিয়ে শেষ হয়। দ্রুত গঙ্গা ভাঙন রোধে স্থায়ী সমাধান এবং পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সামশেরগঞ্জ যুব সমাজ।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বিগত কয়েক বছর ধরে লাগাতার গঙ্গা ভাঙ্গন হচ্ছে সামশেরগঞ্জের বিভিন্ন প্রান্তে। একের পর এক বাড়িঘর গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গেলেও কোনরকম স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। রাজ্য সরকার ১০০ কোটি টাকা এবং আরো বেশ কয়েক দফায় প্রচুর টাকা দেওয়া হলেও তাদের বালির বস্তা এবং বাঁশের খাচা দিয়ে ভাঙ্গন প্রতিরোধ করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সামশেরগঞ্জ বাঁচানো সম্ভব নয় বলে দাবি করে আন্দোলনকারীরা, সব দল মত নির্বিশেষে সামশেরগঞ্জ কে বাঁচাতে যুব সমাজের দাবিতে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। লোক দেখানো ত্রাণ নয়, কংক্রিটের বাঁধন সহ গঙ্গা ভাঙনের স্থায়ী সমাধানের দাবিতে এদিনের এই মিছিলে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া লক্ষ করা যায়।

কুকুরের আতঙ্ক বসিরহাটের গ্রামে

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: কুকুরের আতঙ্কে কয়েকশো গ্রামবাসী। গ্রামবাসীদের পাহারায় লাঠি হাতে রাস্তার মোড়ে মোড়ে গ্রামের যুবকরা । স্থানীয় সুত্রে খবর খবর,ইতিমধ্যেই ২৪ ঘন্টার মধ্যে কুকুর কামড়েছে শিশু সহ ৩০ জনের । কয়েকজন বসিরহাট জেলা হাসপাতালে কেউবা টাকি গ্রামীন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । কয়েকজনকে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করে বাড়িতে আনা হয়েছে । আর এই ঘটনায় রীতিমত আতঙ্ক তৈরি হয়েছে হাসনাবাদের টেংরা,তারাগোপাল গ্রাম সহ পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি গ্রামে ।এলাকার যুবকরা দিনরাত লাঠি নিয়ে গ্রামে ঘুরছে গ্রামবাসীদের নিরাপত্তায় ।গ্রামবাসীদের দাবি প্রশাসন উদ্যোগ নিয়ে কুকুরগুলোকে ধরে নিয়ে যাক । না হলে আরো কত মানুষকে কামড়াবে তার ঠিক নেই ।পথ চলতি মানুষ এমনকি বাড়ির উঠোনে গিয়েও কামড়ে পালিয়ে যাচ্ছে কুকুরটি।

স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, "আমার বাড়িতেও একটা গরু আছে। হঠাৎ দেখি গরুটি ডাকছে। কেন ডাকছে তা বুঝে ওঠার আগেই আমার ঘরে একটি কালো কুকুর ঢুকে পড়ে গরুকে কামড় দেয়।আমার ছেলে বিছানায় বসে পড়াশোনা করছিল। কালো কুকুরটি লাফিয়ে আমার ছেলেকে কামড়ে দেয়। তার পর ঘর থেকে পালায়। ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার কাকি রিকশা ডাকতে গিয়েছিলেন। রাস্তায় তাঁকেও কালো কুকুরটি কামড়ে দেয়। আরও কয়েক জনকে কামড়েছে।"সকালেও ওই কুকুরের তাণ্ডব চলতে থাকায় রাস্তায় বেরতে ভয় পাচ্ছেন অনেকেই। ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন বাবা-মায়েরা। তাঁরা চাইছেন, ওই কুকুরের তাণ্ডবে কমাতে ব্যবস্থা নিক প্রশাসন।

পিজিতে দুষ্কৃতী হামলা বাঁকুড়ার বাসিন্দাকে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাবাকে চিকিৎসা করাতে গিয়ে দুষ্কৃতি হামলার শিকার বাঁকুড়ার বহড়ামুড়ি গ্রামের সৌরভ মোদক। রবিবার কলকাতার পিজি হাসপাতালে 'দূষ্কৃতি'দের হাতে সৌরভ আক্রান্ত হয়েছি বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় যথেষ্ট চিন্তিত পরিবারের লোকজন। প্রতিবেশী বিজয় পরামানিক বলেন, শুধু চিকিৎসকরা নয়, রোগী বা তাদের আত্মীয় কেউ নিরাপদ নয়। ওই ঘটনায় যুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনি।

জামায়াতের সম্প্রীতি বুক স্টল জলঙ্গিতে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের সবথেকে বড় উৎসব দুর্গা উৎসব। অনেক জায়গায় পথচলতি মানুষের সহায়তায় বিশেষ হেল্প-ডেস্ক করা হয় বিভিন্ন সংগঠনের তরফে। এসবের বাইরে গিয়ে নজর কাড়লেন মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ব্লকের জামাআতে ইসলামি হিন্দের নেতৃত্ব। রাজ্যের নির্দেশে জেলার বিভিন্ন ব্লকের পাশাপশি জলঙ্গি ব্লকেও সম্প্রীতি স্টল খোলা হয় জলঙ্গীতে । সংগঠনের কর্মীরা হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও সম্প্রীতির বার্তা দিচ্ছেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাশাপাশি পুজো দর্শনার্থীদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয় এদিনের স্টল থেকে।এদিন সংগঠনের ব্লক সভাপতি ডা. ওয়াজেদ আলী বলেন, আমরা জামাআতে ইসলামি হিন্দের উদ্যোগে 'সম্প্রীতি স্টল' খুলেছি সেই স্টলগুলিতে সংগঠনের বিভিন্ন দায়িত্বশীলরা সম্প্রীতি ও ইসলামের কথা তুলে ধরছেন। পাশাপাশি স্টলে কিছু ফোল্ডার, বইপত্র রয়েছে যেগুলি আমরা মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি সম্পূর্ণ বিনামূল্য, বিশেষ করে অমুসলিম ভাইদের কাছে ইসলাম ও শান্তির পয়গাম পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগঅ তিনি আরও জানান, পুজোর সময় বহু মানুষ রাস্তায় বের হন, তাদের কেউ কোনও অসুবিধার মধ্যে পড়লে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন জামাআত-কর্মীরা।

প্রথম নজর

সাহারা মরুভূমিতে ৫০ বছরের মধ্যে প্রথম বন্যা

আপনজন ডেস্ক: মরক্কোর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে দুই দিন ধরে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের ফলে সাহারা মরুভূমির কিছু অংশে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে। এই মরুভূমি এলাকায় এ ধরনের আকস্মিক বন্যার ঘটনা অত্যন্ত বিরল। মরক্কোর আবহাওয়া দপ্তরের কর্মকর্তা হুসেইন ইয়াবেব জানিয়েছেন, গত ৩০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে এত কম সময়ে এত বেশি বৃষ্টি দেখা যায়নি। খবর দ্য গার্ডিয়ানের।

নাসার কৃত্রিম উপগ্রহের ছবি অনুযায়ী, ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে শুকিয়ে থাকা জাগোরা ও টাটা এলাকার মধ্যে অবস্থিত ইরিকুয়ি নামের হ্রদটি এখন পানিতে ভরে গেছে।

মরক্কোর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, রাজধানী রাবাত থেকে ৪৫০ কিলোমিটার দূরের ত্যাগোইউনাইট গ্রামে গত সেপ্টেম্বর মাসের এক দিনে ১০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়।

গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত মাসে মরক্কোর এক বন্যায় ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এর আগে সেখানে একটি ব্যাপক ভূমিকম্পের ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের বৃষ্টির ফলে মরক্কোয় বাঁধ দ্বারা তৈরি জলাধারগুলো পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার ৯০ লাখ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে সাহারা মরুভূমি বিস্তৃত। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে এই অঞ্চলে চরম আবহাওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন যে, ভবিষ্যতে এই এলাকায় ব্যাপক ঝড় ও বন্যার ঘটনা নিয়মিত হতে পারে।

লেবাননে প্রথম ত্রাণ পাঠাল সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের হামলায় বিধ্বস্ত লেবাননে প্রথমবারের মতো ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে সৌদি আরব। রোববার সৌদি সাহায্য সংস্থা কেএস রিলিফ লেবাননে এসব জরুরি চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং খাদ্য সামগ্রী পাঠায়।

সৌদি বাদশাহ সালমান এবং ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের নির্দেশে লেবাননে যুদ্ধের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য এসব জরুরি ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হয়।

রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ছেড়ে আসা বিমানটিতে খাবার, চিকিৎসা সামগ্রী এবং ত্রাণ সামগ্রী ছাড়াও উদ্ধারকাজের জন্য একদল স্বেচ্ছাসেবী দলও পাঠিয়েছে।

সৌদি ত্রাণবাহী প্রথম বিমানটি ৪০ টনেরও বেশি খাদ্য, চিকিৎসা এবং ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে রোববার বৈরুতে অবতরণ করে।

সৌদি আরব থেকে দ্বিতীয় ত্রাণবাহী বিমানটি স্থানীয় সময় সোমবার সকালে ৩০ টন ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে লেবানন যাচ্ছে।

সৌদি সাহায্য সংস্থা কেএস রিলিফ প্রধান ডক্টর আবদুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল-রাবিয়াহ বলেছেন, এই উদ্যোগটি সারা বিশ্ব জুড়ে মানুষের সহায়তায় সৌদি আরর করে আসছে।

২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ইসরায়েল লেবাননে বিমান হামলা শুরু করেছে, এতে সহস্রাধিক লোক নিহত এবং ১৩ লাখেরও বেশি লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

সৌদি ছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরাত, তুর্কি, ইরাক, মিশর, জর্ডান, রোমানিয়া এবং ফ্রান্স লেবাননে ত্রাণ সহায়তা পাঠিয়েছে।

ইসরায়েলি হামলায় ধ্বংস হয়ে গেল ১০০ বছরের পুরনো মসজিদ

আপনজন ডেস্ক: লেবাননের দক্ষিণে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর ভয়াবহ বিমান হামলায় ১০০ বছরের পুরনো একটি মসজিদ পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে।

রোববার (১৩ অক্টোবর) ভোর রাতে এ হামলা চালায় ইসরায়েল। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশটিতে হামলা জোর দার করেছে তেল আবিব, যার সর্বশেষ নজির মসজিদ ধ্বংস করা। লেবাননের ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কেফার তিবনিট গ্রামে স্থানীয় সময় ভোর রাত ৩টা ৪৫ মিনিটের দিকে মসজিদটিতে হামলা চালায় ইসরায়েল।

ওই এলাকার মেয়র ফুয়াদ ইয়াসিন বলেন, মসজিদটি সীমান্ত এলাকার ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। হামলায় এটি ধ্বংস হওয়ার ফলে এই এলাকার মুসল্লিরা একত্রিত হওয়ার সুযোগ হারিয়েছে।

তিনি আরো বলেন, মসজিদটি ১০০ বছরের পুরনো এবং স্থানীয়রা বিশেষ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এর চত্বরে জড়ো হতেন।

গত এক বছর ধরে গাজা ইস্যুতে ইসরায়েলের সঙ্গে হিজবুল্লাহর সংঘর্ষ চলছে। তবে গত ২৩ সেপ্টেম্বরের পর এ সংঘর্ষ আরো মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এরইমধ্যে লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় এক হাজার ২৬০ জন মানুষ নিহত হয়েছেন। এছাড়া বাস্তুচ্যুত হয়েছেন প্রায় ১০ লাখের বেশি মানুষ।

লেবানন ইস্যুতে ইসরায়েলকে কড়া হুঁশিয়ারি জাতিসংঘের

আপনজন ডেস্ক: লেবাননে কোনোভাবেই থামছে না ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর হামলা। বরং দিন দিন তা তীব্র হচ্ছে। বিমান হামলার পাশাপাশি স্থলপথেও হামলা চালাচ্ছে তারা। ইসরায়েলের হামলা থেকে বাদ যাচ্ছেন না দেশটিতে নিযুক্ত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীরাও। গত কয়েক দিনে শান্তিরক্ষীদের অবস্থান লক্ষ্য করে একাধিকবার হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েলের সেনারা। এতে বেশ কয়েকজন শান্তিরক্ষী আহত হয়েছেন। শান্তিরক্ষীরা আহত হওয়ার পর পশ্চিমা দেশগুলো ইসরায়েলের নিন্দা জানিয়েছে। এমন অবস্থায় কড়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে জাতিসংঘ। সংস্থাটির মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, লেবাননের শান্তিরক্ষীদের ওপর যে কোনো হামলা যুদ্ধাপরাধ হতে পারে। সোমবার সংবাদমাধ্যম রয়টার্স এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে যে কোনো আক্রমণ যুদ্ধাপরাধ হতে পারে বলে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস রোববার সতর্ক করে দিয়েছেন। দক্ষিণ লেবাননে শান্তিরক্ষা ঘাঁটির গেট দিয়ে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর ট্যাংকগুলো জোর করে প্রবেশ করার পর গুতেরেসের মুখপাত্র একথা জানান। লেবাননে নিয়োজিত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারিম ফোর্স ইন লেবানন (ইউনিফিল)-এর ওপর সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ইসরায়েলি লঙ্ঘন এবং হামলার অভিযোগও রয়েছে। জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক এক বিবৃতিতে বলেছেন, ইউনিফিল শান্তিরক্ষীরা দেশটিতে তাদের অবস্থানেই রয়ে গেছে এবং সেখানে জাতিসংঘের পতাকা উড়ছে। তিনি আরো বলেন, ইউনিফিল কর্মীদের ও এর প্রাঙ্গণগুলোকে কখনোই হামলার লক্ষ্যবস্তু করা উচিত নয় বলে মহাসচিব পুনর্ব্যক্ত করেছেন। শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ আন্তর্জাতিক মানবিক আইনসহ আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। এটি যুদ্ধাপরাধ হতে পারে।

কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ২৬ দরিদ্র দেশ: বিশ্বব্যাংক

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের ২৬টি অতিদরিদ্র দেশ ২০০৬ সালের পর থেকে সবচেয়ে খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক। এসব দেশের ঋণের মাত্রা ১৮ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। রোববার (১৩ অক্টোবর) প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই দেশগুলোতে বিশ্বের ৪০ শতাংশ দরিদ্র মানুষ বসবাস করে। সশস্ত্র সংঘাত, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এই দেশগুলোতে ঝুঁকি বাড়ছে। নতুন করে অস্থিতিশীলতার কারণে বেশির ভাগ দেশে বিদেশি বিনিয়োগ নেই। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বছরে ২ শতাংশ করে জিডিপির ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক আরো বলেছে, কোভিড-১৯ মহামারির আগে এই দেশগুলো যে অবস্থায় ছিল, তার চেয়েও এখন আরো দরিদ্র হয়ে পড়েছে। অথচ বাকি বিশ্বের অর্থনীতি অনেকটাই পুনরুদ্ধার হয়েছে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (আইডিএ) মাধ্যমে এই দেশগুলোকে সাহায্য করতে এক হাজার কোটি ডলারের বেশি সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করছে বিশ্বব্যাংক। ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর বেশির ভাগ সাব-সাহারান আফ্রিকায় অবস্থিত। তবে তালিকায় আফগানিস্তান ও ইয়েমেনও রয়েছে। বিশ্বব্যাংক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য কর সংগ্রহ বাড়ানো ও সরকারি ব্যয় দক্ষতার উন্নতির পরামর্শ দিয়েছে।

ইরান ‘যুদ্ধ পরিস্থিতির’ জন্য প্রস্তুত: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি বলেছেন, তার দেশ ‘যুদ্ধ পরিস্থিতির’ জন্য প্রস্তুত রয়েছে। রোববার (১৩ অক্টোবর) ইরাকের রাজধানী বাগদাদ সফরের সময় তিনি এ কথা বলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। আমরা যুদ্ধে ভীত নই, তবে আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। এ সময় ‘গাজা ও লেবাননে ন্যায়সঙ্গত শান্তির জন্য ইরান কাজ করবে’ বলেও জানান তিনি।

লেবানন ও গাজায় যুদ্ধ বন্ধের প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা করতে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বর্তমানে ইরাকে রয়েছেন।

এদিকে ইরানের হামলার পরিকল্পনায় পারমাণবিক স্থাপনা থেকে নজর ঘুরিয়ে অপর দুই অবকাঠামোতে হামলার পরিকল্পনা করছে ইসরায়েল।

মার্কিন কর্মকর্তারা বিশ্বাস করেন, ইরানের সামরিক ও জ্বালানি অবকাঠামোগুলো লক্ষ্যবস্তু করতে পারে ইসরায়েল। মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজের প্রতিবেদনের বরাতে রয়টার্স বলছে, ইসরায়েল পারমাণবিক স্থাপনাকে লক্ষ্যবস্তু করবে বা হত্যাকাণ্ড চালাবে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই।

ইসরায়েলের হামলায় শান্তিরক্ষী বাহিনীর প্রধান ফটক ধ্বংস, আহত ১৫

আপনজন ডেস্ক: লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর (ইউনিফিল) প্রধান ফটক ‘ধ্বংস’ করে দিয়েছে দুটি ইসরায়েলি ট্যাংক। এ সময় শান্তিরক্ষা বাহিনীর অন্তত ১৫ জন সদস্য আহত হয়েছেন।

রোববার (১৩ অক্টোবর) সকালে এ ঘটনা ঘটে বলে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

টেলিগ্রাম দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রোববার স্থানীয় সময় ভোর সাড়ে চারটার দিকে রামিয়ায় জাতিসংঘের একটি অবস্থানের পাশে আসে ইসরায়েলি ট্যাংক। ঘটনার সময় শান্তিরক্ষীরা আশ্রয়কেন্দ্রেই ছিলেন, তখন দুটি ইসরায়েলি মেরকাভা ট্যাংক রক্ষীদের অবস্থানের প্রধান ফটকটি ধ্বংস করে জোরপূর্বক তাদের সীমানায় প্রবেশ করে।

ফটক গুঁড়িয়ে দেওয়ার সময় ইসরায়েলি সৈন্যদের পক্ষ থেকে একাধিকবার ঘাঁটির আলো নেভানোর জন্য বলা হয় বলেও জানিয়েছেন শান্তিরক্ষীরা বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিবাদ করার প্রায় ৪৫ মিনিট পরে ইসরায়েলি ট্যাংকগুলো চলে যায়।

পরে স্থানীয় সময় আনুমানিক সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে একই অবস্থানে থাকা শান্তিরক্ষীরা ১০০ মিটার উত্তরে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ শুনতে পান।

এসব ঘটনায় ক্যাম্পে ধোঁয়া প্রবেশের পর অন্তত পনের জন শান্তিরক্ষী সদস্য ত্বকের জ্বালাসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হন। তাদেরকে বর্তমানে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে।

শান্তিরক্ষী বাহিনীর প্রধান ফটক ধ্বংসের খবর সামনে আসার কয়েক ঘণ্টা আগে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু জাতিসংঘের বাহিনীকে সীমান্ত এলাকা থেকে প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। তবে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর প্রধান ফটক ‘ধ্বংস’ করার বিষয়ে এখনও কোনো মন্তব্য করেনি ইসরায়েল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নেপালের ভূখণ্ডে চিনের সামরিক বাহিনী!

আপনজন ডেস্ক: চীনের বিরুদ্ধে নেপালের নেপালের হুমলা জেলায় সীমান্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় জনগণ বলছেন, চীনের এই কর্মকাণ্ড তাদের জমি ও জীবনযাত্রার ওপর হুমকি সৃষ্টি করছে। তিব্বত ও নেপালের মধ্যে থাকা এই সীমান্তে চীনা বাহিনী প্রাচীর ও কাঁটাতারের বেড়া তৈরি করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নজরদারি ক্যামেরা ও সশস্ত্র প্রহরী। মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউ ইয়র্ক টাইমস এ খবর জানিয়েছে।

এলাকাটি তিব্বতের উচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত। সেখানে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনে একটি বিশাল বার্তা লেখা রয়েছে: ‘চীনা কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘজীবী হোক’। এটি ৬০০ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি পাহাড়ের ওপর খোদাই করা, যা মহাকাশ থেকে দৃশ্যমান।

জেলার বাসিন্দারা অভিযোগ করছেন, সীমান্তের কয়েকটি স্থানে চীন নেপালের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে। তারা আরও জানিয়েছেন, চীনা নিরাপত্তা বাহিনী নেপালের তিব্বতি জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা রোধ করছে, বিশেষ করে দালাই লামার ছবি প্রদর্শনে বাধা দিচ্ছে। এছাড়া, চীনা সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপনের ফলে তিব্বতের শরণার্থীদের নেপালে পালিয়ে আসা কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। নেপালের নেতারা এই সমস্যাগুলোকে স্বীকার করতে নারাজ। চীনের অর্থনৈতিক ও আদর্শিক প্রভাবের অধীনে থাকায়, নেপাল সরকার ২০২১ সালের একটি প্রতিবেদনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করেছে। ওই প্রতিবেদনে হুমলায় সীমান্ত লঙ্ঘনের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছিল। হুমলার সাবেক প্রাদেশিক প্রধান জীবন বাহাদুর শাহী বলেন, এটি চীনের নতুন মহাপ্রাচীর। কিন্তু তারা চায় না আমরা এটি দেখি। চীন সীমান্তে যে কাজ করেছে, তা জনগণের সামনে আনতে তাকে বারবার নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ২০২১ সালে নেপালের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা, জরিপকারীরা ও পুলিশ সদস্যদের সমন্বয়ে একটি পরিদর্শন দল গঠন করা হয়। তারা ১৯৬০ সালের মানচিত্র ব্যবহার করে সীমান্ত এলাকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন। প্রতিবেদনে চীনের সামান্য অগ্রসরতার কথা উল্লেখ করা হয়। তবে এর চেয়েও বড় বিষয় ছিল চীনের ভৌগোলিক কৌশলগত উদ্দেশ্য নিয়ে উদ্বেগ। নেপালের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এন. পি. সাউদ বলেন, ‘সীমান্তের বিষয় কোনও গোপনীয়তা নয়’। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে নেপালের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরজু রানা দেবা বলেন, তিনি চীনের বেড়া স্থাপন বা হুমলার প্রতিবেদন সম্পর্কে অবগত নন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৭ মি.

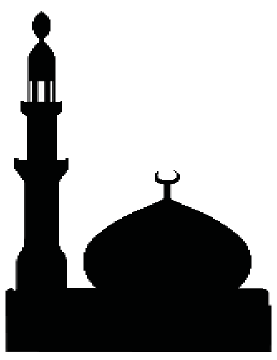

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১২	৫.৩
যোহর	১১.২৭	
আসর	৩.৩৩	
মাগরিব	৫.১৭	
এশা	৬.২৬	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৪	

ফ্রান্সে টেসলার বৈদ্যুতিক গাড়িতে আগুন, ৪ আরোহীর মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সের পশ্চিমাঞ্চলে টেসলার তৈরি একটি বৈদ্যুতিক গাড়িতে আগুন লেগে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। তবে গাড়িটিতে কী কারণে আগুন লেগেছিল, তা এখনো জানা যায়নি। গত শনিবার (১২ অক্টোবর) রাতে নিওর শহরের বাইরে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রসিকিউশন অফিস। পুলিশের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, গাড়িটি অত্যধিক গতিতে চলার সময় একাধিক সড়ক চিহ্নে ধাক্কা খায়।

হিজবুল্লাহর ভয়াবহ ড্রোন হামলায় ৪ ইসরায়েলি সেনা নিহত, আহত ৬১

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে এক ঝাঁক ড্রোন ব্যবহার করে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে লেবাননের সশস্ত্র প্রতিরোধগোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। এতে অন্তত চার সেনা নিহত এবং ৬১ জন আহত হয়েছে। আইডিএফ হামলায় আক্রান্ত হওয়ার কথা স্বীকার করে জানিয়েছে, হাইফার দক্ষিণে প্রায় ৩৩ কিলোমিটার দূরে বিনিয়ামিনা শহর সংলগ্ন ওই ঘাঁটিতে ড্রোন হামলায় চার সেনা নিহত এবং ৬০ জনেরও বেশি আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে সাত জনের অবস্থা গুরুতর। এ হামলার দায় স্বীকার করে হিজবুল্লাহ বলেছে, তেল আবিব ও হাইফার মধ্যবর্তী এলাকায় ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) গোলানি ব্রিগেডের একটি প্রশিক্ষণ শিবির নিশানা করে হামলাটি চালানো হয়। গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণ লেবানন ও বৈরুতে ইসরায়েল যে হামলা চালিয়েছিল তার জবাবে এ হামলা চালানো হয় বলে সশস্ত্র গোষ্ঠীটির ভাষ্য। হিজবুল্লাহ বলেছে, তারা ‘এক ঝাঁক ড্রোন’ ব্যবহার করে উত্তর ইসরায়েলের ওই শিবির লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। ইসরায়েলি অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস ম্যাগেন ডেভিড অ্যাডম (এমডিএ) জানিয়েছে, হামলায় ৬১ জন আহত হয়েছে, তাদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর।

পাকিস্তানে পুলিশ সদর দফতরে জঙ্গি হামলা, ৩ পুলিশসহ নিহত ৬

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ খাইবার পাখতুনখাওয়ার পুলিশ সদর দফতরে জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে তিন পুলিশ সদস্যসহ নিহত হয়েছেন অন্তত ছয়জন।

সোমবার (১৪ অক্টোবর) প্রদেশটির বান্নু জেলায় এ হামলার ঘটনা ঘটে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

পাকিস্তানের পুলিশের উচ্চ-পদস্থ একজন কর্মকর্তা বলেছেন, বান্নু জেলা পুলিশের সদর দফতরের প্রধান ভবন ও একটি আবাসিক ভবনে হামলা চালিয়েছে জঙ্গিরা। পুলিশের সাথে জঙ্গিদের লড়াই এখনও চলছে। পুলিশের প্রধান কার্যালয়ে হামলাকারী জঙ্গিরা আত্মঘাতী ছিলেন। পুলিশের সাথে লড়াইয়ে হামলাকারীরাও নিহত হয়েছেন।

তিনি বলেন, ‘তিন হামলাকারীকে হত্যা করেছে পুলিশ।’

স্পর্শকাতর বিষয় হওয়ায় নাম প্রকাশে অস্বীকৃতি জানিয়ে পুলিশের ওই কর্মকর্তা বলেছেন, বান্নু জেলা পুলিশ লাইন্সে হামলা প্রতিরোধের সময় পুলিশের তিন সদস্য নিহত হয়েছেন।

পাকিস্তানের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ খাইবার পাখতুনখাওয়ার বান্নু জেলার সঙ্গে আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী অস্থিতিশীল উত্তর ওয়াজিরিস্তান উপজাতীয় জেলার সীমানা রয়েছে।

সৌদি আরবে ২২ হাজার প্রবাসী গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবে আবাসন, শ্রম ও সীমান্ত সুরক্ষা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ২২ হাজার প্রবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রোববার গালফ নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ৩ থেকে ৯ অক্টোবরের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এ অভিযান পরিচালনা করে।

দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ১৪ হাজার ২৬৯ জন আবাসন আইন, ৫ হাজার ২৩০ জন সীমান্ত নিরাপত্তা আইন এবং ৩ হাজার ৪৯৪ জন শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ধরা পড়েছেন।

এছাড়া ১ হাজার ৩৭৮ জন অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে সৌদি আরবে প্রবেশের চেষ্টা করার সময় গ্রেফতার হন, যাদের মধ্যে ইয়েমেনি ও ইথিওপিয়ান নাগরিক বেশি।

অবৈধভাবে সৌদি আরব ত্যাগের চেষ্টা করার কারণে ৮০ জন এবং আবাসন ও শ্রম বিধি লঙ্ঘনকারীদের আশ্রয় ও পরিবহন দেওয়ার অভিযোগে ১৯ জনকে আটক করা হয়েছে। বর্তমানে ১৫ হাজার ১৩৬ জনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃত প্রবাসীদের মধ্যে প্রায় ৭ হাজার ২১১ জনকে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে। এরই মধ্যে ১১ হাজার ৯০৭ জনকে দেশে পাঠানো হয়েছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২৭৭ সংখ্যা, ২৯ আশ্বিন ১৪৩১, ১১ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

বিশৃঙ্খল

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বরাবরই বিশৃঙ্খল। তাহার কারণও নিশ্চয়ই রহিয়াছে। এই সকল দেশে রহিয়াছে আইনের শাসনের ঘাটতি। জোর যাহার মুল্লুক তাহার—এই নীতি আজও বিদ্যমান। নাগরিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে এই সকল দেশ উদাসীন ও অযত্নশীল। জাতীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি ভঙ্গুর। ফলে এই সকল দেশ যাহারা পরিচালনা করেন, তাহাদের অনেক কাঠখড় পোড়াইতে হয়। তাহারা সমস্যার আসল জায়গায় হাত দিতে পারেন না বা দেন না। ইহাতে এই সকল দেশ ম্যানেজ করা সকল সময় সহজ হয় না। অনেক সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলিয়া যায় যে, ম্যানেজ করিবার মতো পরিবেশই আর থাকে না। তখন চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে একসময় সহজ সমাধান হিসাবে দেখা দিত মার্শাল ল'। ইহাতে সংবিধান স্থগিত হইয়া যাইত। পরিস্থিতির উন্নতি হইলে আবার ফিরিয়া আসিত বেসামরিক সরকার; কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ম্যানেজ করিবার এই অস্ত্রে এখন আর ধার নাই বলিলেই চলে। আজকাল মার্শাল ল দেখা যায় কদাচিৎ। তবে এখন অনেক উন্নয়নশীল দেশে ইহার নবসংস্করণ হইতেছে পুলিশি শাসন। এই সকল দেশকে পুলিশি রাষ্ট্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম অনেক দিক দিয়াই তাহারা আজ স্বয়ংসম্পন্ন ও অধিকতর শক্তিশালী। তাই পুলিশ দিয়া যেইখানে শৃঙ্খলা আনা যায়, সেইখানে সেনাবাহিনীর কী দরকার? তাহারা কি নিজ দেশে যুদ্ধ করিবেন? অনেক উন্নয়নশীল দেশ আজ অর্থনৈতিক দিক হইতে উন্নত হইয়াছে। কোনো কোনো ক্ষেত্র বা সূচকের কথা বিবেচনা করিলে তাহাদের উন্নত দেশের সহিতও তুলনা করা যাইতে পারে; কিন্তু উন্নত দেশের মতো উন্নয়ন হইলেও রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহাদের পূর্বের মতোই পশ্চাত্‌পদতা রহিয়া গিয়াছে। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহার অবনতি হইয়াছে। ইহাতে দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা এমন পর্যায়ে চলিয়া গিয়াছে, সেইখানে শুধু পুলিশি শাসন বজায় আর মামলা-মোকদ্দমা দিয়া সকল কিছু সামলানো যাইবে কি না, সন্দেহ। সেই সকল দেশে বিরোধী দলের স্পেস দিনদিন সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। এমনকি কোনো কোনো দেশে বিরোধী দলের অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। স্থানীয় পর্যায়ে তৈরি হইয়াছে মাস্তান ও গুন্ডাবাহিনী। তাহারাই তৃণমূল পর্যন্ত দাপাইয়া বেড়াইতেছে। তাহারা স্থানীয় প্রশাসনকে ম্যানেজ করিয়া সাধারণ নাগরিকদের উপর চালাইতেছে স্টিমরোলার। বড় সমস্যা হইল, যাহারা সরকারি দলে অনুপ্রবেশকারী এবং উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে তাহাদের দৌরাত্ম্য আরো অধিক। তাহাদের অনেকে রাতারাতি সরকারি দলের সমর্থক বনিয়া গিয়াছে। তাহারা যে সেই দলের আসল লোক নহে, তাহা অনেকেরই অজানা নহে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা বর্ণচোরা, সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী। দল বিপদে পড়িলে যে কোনো সময় তাহারা কাটিয়া পড়িতে কার্পণ্য করিবে না। তাহাদের কেহ কেহ দেশের স্বাধীনতাবিরোধীও। দেশ ও দলের প্রতি তাহাদের কোনো মায়া নাই। তাহারা নিজেদের স্বার্থকেই সর্বদা বড় করিয়া দেখে; কিন্তু তাহারাই যখন সরকারি ও অন্যান্য দলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়িয়া গুরুত্বপূর্ণ পদপদবি বাগাইয়া লয় এবং ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে চলিয়া যায়, তখন তাহাদের দ্বারা যে কোনো অন্যায় ও অনিয়ম করা মোটেও অসম্ভব নহে। তাহাদের অত্যাচার-নির্যাতনে এখন স্থানীয় এলাকায় বসবাস করা শান্তিপূর্ণ ও নিরীহ মানুষের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল, উন্নয়নশীল দেশে এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি হইল কেন? এমন তো নহে যে, এই দুঃসহ পরিস্থিতি এক দিনেই সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের ব্যাপারে সজাগ থাকিবার কথা সচেতন মহল বলিলেও কে শুনে কাহার কথা? এই জন্য দেখা যায়, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে কোথাও না কোথাও অস্থিরতা লাগিয়াই আছে। তাহাদের ব্যাপারে শাসকদের বোধোদয় না হইলে তাহার পরিণতি কখনোই শুভ হইবে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

দলিত, মুসলিম এবং পিছিয়ে পড়া জনজাতির সংগঠন: সঙ্কট ও সম্ভাবনা

ভারতের দলিত, মুসলিম এবং পিছিয়ে পড়া জনজাতি (ওবিসি) বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়েছে যুগ যুগ ধরে। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে নানা সংগঠন গড়ে উঠেছে। তবে, দুঃখজনকভাবে, এই সংগঠনগুলো প্রায়শই স্থায়িত্ব বজায় রাখতে পারেনি এবং তাদের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। লিখেছেন পাশারুল আলম...

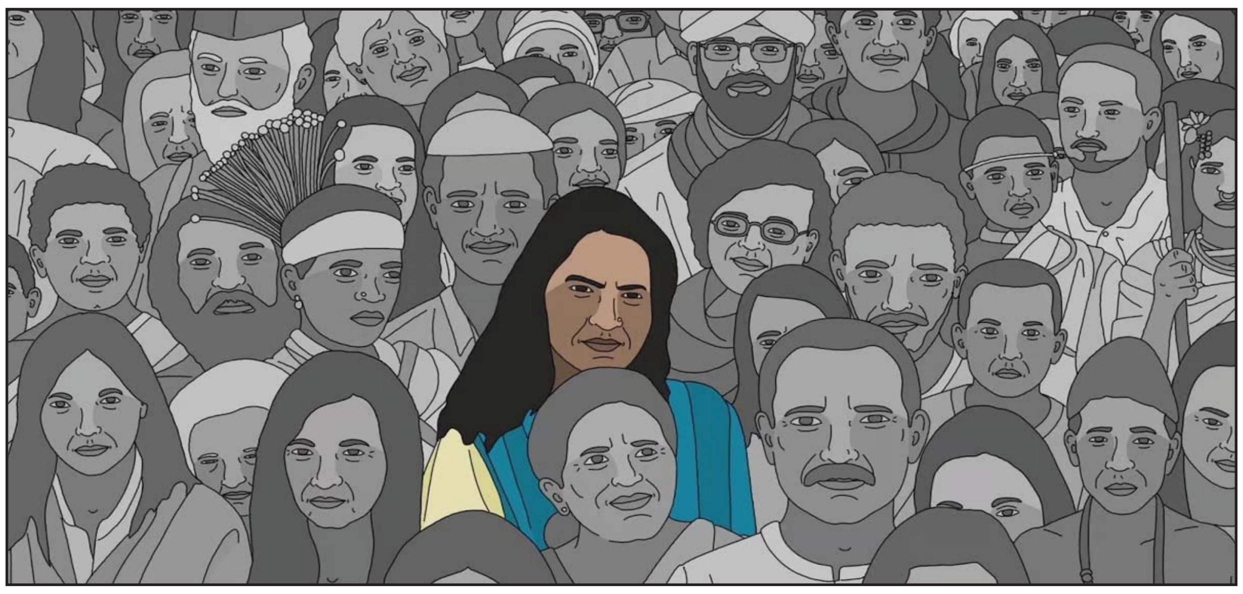

ভারতের দলিত, মুসলিম এবং পিছিয়ে পড়া জনজাতি (ওবিসি) বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়েছে যুগ যুগ ধরে। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে নানা সংগঠন গড়ে উঠেছে। তবে, দুঃখজনকভাবে, এই সংগঠনগুলো প্রায়শই স্থায়িত্ব বজায় রাখতে পারেনি এবং তাদের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আজ এই প্রবন্ধে আমরা এই সংগঠনগুলোর গঠন, কাজের পদ্ধতি, এবং তাদের সংকট নিয়ে আলোচনা করবো।

সংগঠন গঠনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য

দলিত, মুসলিম ও পিছিয়ে পড়া জনজাতির অধিকার রক্ষা, সামাজিক উন্নতি এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য প্রথমদিকে এই সংগঠনগুলোর গঠন করা হয়েছিল। নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিরা সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব এবং নিপীড়িতদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ শুরু করেন। সমাজে বিদ্যমান অন্যায়, বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে এবং সেই শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এই সংগঠনগুলির প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য।

নেতৃত্বের সংকট ও বিভাজন

যে উদ্দেশ্য ও আন্তরিকতা নিয়ে এই সংগঠনগুলি তৈরী হয়, সময়ের সাথে সাথে এই সংগঠনগুলোর মধ্যে নেতৃত্বের লড়াই ও আত্মকেন্দ্রিকতা দেখা দিতে শুরু করে। বিভিন্ন নেতা নিজেদের অবস্থান ও ক্ষমতা ধরে রাখতে সংগঠনগুলিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তোলে। ফলে সংগঠনগুলো একক ব্যক্তি বা নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সেই ব্যক্তি যখন সরে যান বা মারা যান, তখন সংগঠনটি ভেঙে পড়ে। নতুন নেতৃত্বের অভাবে সংগঠনের উদ্দেশ্য হারিয়ে যায়। এই অন্তকলহে বিভিন্ন উপ-দল গড়ে ওঠে। একের পর এক বিভাজন এবং মনোমালিন্যর কারণে সংগঠনগুলো একত্রিত হয়ে কোনো নির্দিষ্ট ইস্যুতে লড়াই করতে ব্যর্থ হয়।

একতা ও সচেতনতার অভাব

এই সমস্যার প্রধান কারণ হল একতা এবং উদারতার অভাব। একজন নেতা অন্য নেতাকে মেনে নিতে পারেন না, ফলে দলগুলোর মধ্যে বিবাদ বাড়ে। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম না করতে পারার ফলে শোষিত ও বঞ্চিত মানুষগুলোর উন্নতি সম্ভব হয় না। প্রতিটি নেতার মনে থাকে ব্যক্তিগত লাভ ও ক্ষমতার মোহ, যা তাদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে। ঐক্যবদ্ধ না হতে পারার কারণে তাদের সংগ্রাম অনেক সময় অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই ভাবে একই ইস্যুতে বিভিন্ন সংগঠন ছন্নছাড়া হয়ে আন্দোলন সংগঠিত করে থাকে কিন্তু মিলিতভাবে একই দাবিতে একত্রিত হতে পারে না। কেউ একটু অধিক সক্রিয় হলে আর একটি সংগঠন অতি সক্রিয় হয়ে পড়ে। একটি সংগঠন আন্দোলন না করলে আর একটি সংগঠন চুপ থাকে। এই ভাবে মূল জায়গা থেকে সরে দাঁড়ায়। এই রোগে আক্রান্তের ফলে সবাই মিলিত হয়ে কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। মজার ব্যাপার হলো, সবাই যৌথ উদ্যোগের কথা বলে কিন্তু কেউ এই উদ্দেশ্যে একত্রিত করার চেষ্টা করলে পদের জন্য মন কষাকষি করে আর একজন দুরত্ব বজায় রাখে।

শিক্ষার অভাব ও মধ্যবিত্ত সমাজের ভূমিকা

এই বিভাজনের মূল কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষার অভাব এবং সচেতনতার ঘাটতি। যখন নেতৃত্ব বা সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা কম থাকে, তখন তারা সহজেই বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ ছাড়া ছদ্মবেশী মধ্যবিত্ত সমাজের কিছু মানুষের লোভ ও লালসা এখানে বড় ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্ব নিজ স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় এবং তাদের লোভের কারণে সংগঠনগুলোর মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটে। এটা প্রথম বা দ্বিতীয় মধ্যবিত্ত প্রজন্মের কারনে হয়ে থাকে। সদ্য উঠে আসা মানুষজন এক প্রজন্মে অনেক কিছু পেতে চায়। রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেখে সামাজিক সংগঠনকে বিচার করে নিজেকে জাহির করার একটি প্রবণতা প্রায় সব নেতৃত্বের মানসিকতায় ধরা পড়ে। এর ফলে একটি অহং বোধ বিকাশ লাভ করে থাকে। এই অহংবোধ তাকে অহংকারী করে তুলে। সাধারণ মানুষ যখন তা বুঝতে পারে তখন দূরে সরে যায়। এইভাবে জনশূন্য সংগঠনের অপমৃত্যু ঘটে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

এই সংকট কাটিয়ে উঠতে গেলে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো শিক্ষার প্রসার ও রাজনৈতিক সচেতনতার বৃদ্ধি। সংগঠনগুলোর নেতাদের একত্রিত হয়ে, নেতৃত্বের অহংকার ত্যাগ করে কাজ করতে হবে। নতুন প্রজন্মকে সচেতন করতে হবে। যাতে তারা ভবিষ্যতে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব দিতে পারে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে দলকেন্দ্রিক বা আদর্শকেন্দ্রিক নেতৃত্ব গড়ে তোলা একান্ত জরুরি। সংগঠন সংবিধান যেমন থাকা জরুরী তেমনি ব্যক্তিবাদকে বিসর্জন দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশ থাকা আবশ্যক। একই ব্যক্তি একই পদে বার বার না রাখায় বাঞ্ছনীয়। সামাজিক সংগঠনের কোনো নেতৃত্ব যদি সংগঠনের মধ্যে কিংবা সামাজিক ক্ষেত্রে অসৎ হিসাবে প্রমাণিত হয় এবং আত্ম ত্যাগের প্রবনতা লোভ পায়, তাহলে সেই নেতৃত্ব পরিবর্তন করা জরুরী। অসৎ মানুষদের উচিত সেই দলে থাকা যেখানে অসৎ উপায়ে উপার্জন করা সম্ভব। সামাজিক সংগঠন করে সমস্ত সমাজকে বিপথে নিয়ে যাওয়ার বা সমাজকে ব্যবহার করার প্রবনতা থেকে মুক্ত করার জন্য সাংগঠনিক পরিকাঠামো নির্মাণ করা আবশ্যক। প্রায় সামাজিক সংগঠনগুলিতে তেমন পরিকাঠামো থাকেনা। বহু সামাজিক সংগঠন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে নিজেরাই নেতা হয়ে বসে থাকে। এই নেতাতন্ত্র সামাজিক সংগঠনের জন্য একটি ভয়ংকর অসুখ। এই অসুখ থেকে নিরাময় পাওয়া অসম্ভব হয়ে যায়।

পরিশেষে বলা যায়, দলিত, মুসলিম এবং পিছিয়ে পড়া জনজাতির মধ্যে নানা সংগঠন গড়ে উঠলেও, ঐক্যবদ্ধ না হওয়ার কারণে তারা প্রায়ই বিফল হয়। এই সংগঠনগুলোর মধ্যে একতা ও উদারতার অভাব, শিক্ষার অভাব এবং স্বার্থপর নেতৃত্বের কারণে তারা বারবার ভেঙে পড়ে। যদি এই সমস্যাগুলো সমাধান করা যায় এবং সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব দলমুখী ও আদর্শমুখী হতে পারে, তবে একদিন তাদের স্বপ্ন পূরণ হবে।

গণ আন্দোলন কি কুকীর্তির একমাত্র প্রতিষেধক?

মোঃ সাহিদুল ইসলাম

কলকাতা RG Kar মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নৃশংস পৈশাচিক ঘটনা পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা ভারত বর্ষের বুকে বিরলতম ঘটনা। এই ঘটনার নেপথ্যে গত দুই মাস থেকে বিভিন্ন তথ্য ও ষড়যন্ত্র এবং প্রশাসন ব্যবস্থার উদাসীনতার প্রতিচ্ছবি প্রতিদিন ভেসে বেড়াচ্ছে। বিভিন্ন স্লোগান থেকে শুরু করে পদত্যাগের দাবিতে দিন-রাত্রি জনগণ ও ডাক্তারবাবুদের প্রতিবাদ সভা চলতেই আছে। মহিলাদের উদ্যোগে রাত্রি দখলের দাওয়াতে গোটা বাংলা শোক পালন থেকে শুরু করে ডাক্তার বাবুদের গণ ইস্তফা বিচাররের দাবিটা খুব ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

কর্মস্থলে একজন কর্মীর ধর্ষণ ও খুন! শুনেই ছোট থেকে বৃদ্ধ, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই অন্তর থেকে ঘৃণার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে বাধ্য করেছে। নারী নিরাপত্তা কর্মস্থলে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন খাড়া করে দেয়। একদিকে যেমন মর্মান্তিক ঘটনাটি খুব লজ্জাকর, তেমনি বাংলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও প্রশাসন ব্যবস্থা বিশ্ব দরবারে নগ্ন হয়ে গেল।

এ পর্যন্ত আমাদের সামনে ঘটনার চারটে দিক খুব স্পষ্ট: খুন, ধর্ষণ , স্বাস্থ্য দুর্নীতি এবং পুলিশ-প্রশাসনিক ব্যর্থতা। খুনের কারণ কি ? কোথায় খুন হয়েছে ? খুনের সঙ্গে কে বা কারা যুক্ত? খুন আর দুর্নীতির কি গভীর সম্পর্ক ? তদন্তকারী এজেন্সী (CBI) এগুলির মধ্যে সম্পর্ক-রহস্য উন্মোচন ও উদঘাটনে নিরন্তর প্রচেষ্টায় যুক্ত।

পুলিশ-প্রশাসন ব্যবস্থার চূড়ান্ত ব্যর্থতা সেটা নিয়েও সন্দেহ কেটে গেছে জন সাধারণের যখন পুলিশের উচ্চ পদস্থ অফিসার সহ অনেক কে ট্রান্সফার হয়ে অন্য জায়গায় যেতে হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে প্রমান লোপাটের কলাকৌশল সামনে এসেছে যার জন্যে R G হাপাতালের তৎকালীন অধ্যক্ষ ও টালা থানার আধিকারিক গ্রেফতার হয়ে যান। রাজ্য-প্রশাসন- পুলিসি ব্যবস্থার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে কলকাতা উচ্চ আদালত কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সী কে দায়িত্ব সপেঁ দিয়েছে। তার কিছু দিন পর দেশের সর্বোচ্চ আদালত স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে নিজের এক্তিয়ারে নিয়ে তত্বাবধান করছেন স্বয়ং দেশের প্রধান বিচারপতি। কয়েকদিন আগে রাজ্যের কিছু প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকাতে এরকমও তথ্য আসলো যে ১৫ লক্ষ টাকা দাবি করা হয় পরীক্ষায় পাশ করানোর জন্যে। এটাও সামনে আসলো, মৃতা নাকি ঔষুধের কালোবাজারি সমন্ধে জেনে গেছিলো।

এই ঘটনা থেকে তিনটে জিনিস খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখযোগ্য। ক) রাজ্য স্তরে আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন সরকারি শাসন ব্যবস্থা, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা, পুলিশ-প্রশাসন ইত্যাদি ব্যর্থ হচ্ছে। খ) সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে অসহায় অবস্থা যেখানে পরিকাঠামো ও অবকাঠামোর অভাবের ফলে কতই না প্রাণ যাচ্ছে। গ) অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান যেমন গণ আন্দোলন, নাগরিক মঞ্চ, মিছিল ইত্যাদি সক্রিয় ভূমিকা এই নারকীয় ঘটনার মোড় কে ঘুরিয়ে বিচারের দাবিকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছে। অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলি জেগে না উঠলে সত্যি কি আমরা প্রকৃত বিচারের দিশায় পোঁছাতে পারতাম না?

বঙ্গে যদিও কর্মস্থলে অসুরক্ষিত ও আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলির চূড়ান্ত ব্যার্থতা খুব নিন্দনীয় এবং দুর্ভাগ্যজনক, তবুও এই প্রসঙ্গে মহামতি গোখলের উদ্ধৃতি টি খুব প্রাসঙ্গিক মনে হলো: বলেছিলেন, 'আজকে যেটা বাংলা ভাবে, সেটা গোটা ভারতবর্ষ কালকে ভাবে'। উল্লেখ্য রাজ্যের সাধারণ জনগণ সহ মহিলাগণ রাত্রি দখল ডাক দিয়ে রাজ্যের প্রতিটি কোনায় কোনায় হাতে মশাল নিয়ে প্রতিবাদ জানাই। এরকম গণ আন্দোলন ও প্রতিবাদ সভা খুব কমই দেখা গেছে, যখন দেশের অন্য রাজ্যেও একই ধরণের অপরাধ মূলক ঘটনা ঘটেছিলো, হাত্রাস হোক বা উন্নাও হোক। যাইহোক, এই নারকীয় পৈশাচিক ঘটনা র পরিপেক্ষিতে, আমাদের মনে কিছু প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে: প্রথমত, সরকার ও সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে ব্যর্থতা, দুর্বলতা, অনিয়ম, অসুরক্ষিত যার কারণে পশ্চিমবঙ্গ আজ বিশ্ব দরবারে কালিমালিপ্ত, সরকার কি শিক্ষা নেবে? দ্বিতীয়ত, আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যর্থ কেন কুকীর্তি ও দুর্নীতি নিরাময়ে? তৃতীয়ত, অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলি গুলি কি আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলির থেকে বেশি গুরত্বপূর্ণ? চতুর্থত, ক্ষমতালোভী অনৈতিক স্বৈরাচারী সরকারিত্ব কি সকল স্তরে বিরাজমান যার ফলফরূপ আজকের সমাজ ব্যবস্থায় বর্বরতা বর্তমান?

মোদি আপাতত ব্যর্থ, কাশ্মীর কি মর্যাদা ফিরে পাবে

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

কাশ্মীর নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন নরেন্দ্র মোদি। সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ খারিজের পর তিনি চেয়েছিলেন জম্মু-কাশ্মীরকে প্রথমবারের মতো কোনো হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী উপহার দিতে। স্বপ্ন সাকার করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি তিনি। জম্মুজুড়ে প্রচার চলেছে কোনো ডোগরার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কথা। উপত্যকার জনতা তা ব্যর্থ করে দিল। এই অতৃপ্তি নিশ্চিতভাবেই তাঁকে বহুদিন হতাশাচ্ছন্ন রাখবে। জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার ভোট হলো ১০ বছর পর। এ সময়ে ঝিলম দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। পিডিপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিজেপি চার বছর রাজত্ব করেছে। তারপর জোট ভেঙে রাজ্যটাকেই ভেঙে দিলেন মোদি। লাদাখকে আলাদা করে দুটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গড়ার পাশাপাশি কেড়ে নিলেন জম্মু-কাশ্মীরের সংবিধান প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা। খারিজ করলেন সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ না দিলে আরও কত দিন সেখানে কেন্দ্রের শাসন চলত, কেউ জানে না। যেমন এখনো জানা নেই, প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা কবে পাবে। কবে প্রতিষ্ঠা পাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পূর্ণ হুকুম। ভাবী মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ জানিয়েছেন, রাজ্যের মর্যাদা ফেরতের দাবিই হবে নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম প্রস্তাব। যদিও তা যে শর্তসাপেক্ষ, সে ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন বিজেপি নেতা রাম মাধব, যাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ভোট পরিচালনার। তিনি বলেছেন, রাজ্যের মর্যাদা ফেরতের আগে কেন্দ্রকে নিশ্চিত হতে হবে, সেই সব ভয়ংকর দিন ভূস্বর্গে আর ফেরত আসবে না। কে জানে, ভোট হলেও এটা দিল্লি-শ্রীনগরের নতুন রাজনৈতিক ঠোকাঠুকি পর্ব হতে চলেছে কি না। ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) ও কংগ্রেসের জোট জম্মু-কাশ্মীরে সরকার গড়ুক, নিশ্চিতভাবেই মোদি তা চাননি। চাননি বলেই বিধানসভার বহর বাড়ানো হয়েছে। কেন্দ্রগুলোর সীমানা নতুনভাবে এঁকে হিন্দুপ্রধান জম্মুতে বাড়ানো হয়েছে ৬টি আসন, মুসলমানপ্রধান কাশ্মীরে ১টি। ওখানেই তিনি থেমে থাকেননি। আইন করে উপরাজ্যপালকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বিধানসভায় পাঁচজনকে মনোনীত করার, যাঁদের ভোটাধিকারও থাকবে। ২০১৯ সালে জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন আইনে বলা হয়েছিল, উপরাজ্যপাল যদি মনে করেন বিধানসভায় পর্যাপ্ত নারী নির্বাচিত হননি, তাহলে তিনি দুজন নারীকে মনোনয়ন করতে পারবেন। ২০২৩ সালে সেই আইনও সংশোধন করা হয়। উপরাজ্যপালকে অধিকার দেওয়া হয় আরও তিনজনকে মনোনীত করার, যাঁদের মধ্যে দুজন হবেন উদ্বাস্তু কাশ্মীরি পণ্ডিত (একজন নারী), অন্যজন পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের উদ্বাস্তু। এর ফলে বিধানসভার বহর বেড়ে হয় ৯৫। ভোটের ফল বেরোনোর আগেই বিজেপি সেই পাঁচজনের নাম ভাসিয়ে সগর্ব ঘোষণা করে, পাঁচজনই দলের পদাধিকারী। এর বিরুদ্ধে এনসি, পিডিপি, কংগ্রেস, সিপিএম সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার হুমকি শুনিয়ে রেখেছে। তাদের কথায়, মন্ত্রিসভার সঙ্গে আলোচনা না করে একতরফা মনোনয়নের অধিকার অনির্বাচিত উপরাজ্যপালের থাকতে পারে না। আশঙ্কা, এই মনোনয়ন মুখ্যমন্ত্রী ও উপরাজ্যপালের সংঘাতের দ্বিতীয় হেতু হতে পারে। দিল্লিতে যা আকসার হচ্ছে। ক্ষমতা দখলে এত

কিছুর পরও নরেন্দ্র মোদির স্বপ্ন অধরা থেকে গেল উপত্যকাবাসী বিজেপির দিক থেকে মুখ ফেরানোয়!

কাশ্মীর উপত্যকায় ৪৭ আসনের মধ্যে এনসি জিতেছে ৩৫টি। জোট শরিক কংগ্রেস ৯ আসন। সিপিএম তার একমাত্র আসনটি এবারও হাতছাড়া করেনি। কুলগামে এ নিয়ে টানা পাঁচবার জিতলেন ইউসুফ তারিগামি।

উপত্যকা ও জম্মুর সংযোগকারী পুঞ্চ, রাজৌরি জেলায় ১৬ আসনে লড়ে এনসি ৭টি দখল করলেও তাদের চূড়ান্ত হতাশ করেছে কংগ্রেস। জম্মু অঞ্চলে ৩০টি আসনে প্রার্থী দিয়ে কংগ্রেস জিততে পেরেছে মাত্র ১টি আসনে। অথচ ২০১৪ সালের প্রবল মোদি-হাওয়াতেও জম্মু এলাকায় কংগ্রেস ৫টি আসন জিতেছিল। বলতেই হবে, হরিয়ানায় কংগ্রেস যেমন নিশ্চিত জয়ের মুখ থেকে হার ছিনিয়ে ফিরেছে, জম্মুতেও তেমনই তারা নিজেদের মুখ পুড়িয়েছে। অথচ ৩৭০-পরবর্তী জম্মুতে অসন্তোষের আগুন দাউ দাউ না হলেও ধিকিধিকি জ্বলছিল। বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারের ফলে স্থানীয় হিন্দু-শিখ ব্যবসায়ীরা কোণঠাসা হচ্ছিল। বহিরাগত গুজরাটি, পাঞ্জাবি শিল্পপতিদের কাছে হারাচ্ছিল জমির অধিকার। সংকুচিত হচ্ছিল সরকারি ও বেসরকারি চাকরির বাজার। বেড়ে যাচ্ছিল অসম প্রতিযোগিতা। একদিকে হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠা ও সন্ত্রাসবাদ দমনের অভীপ্সা, অন্যদিকে অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের প্রতিযোগিতায় ক্রমে কোণঠাসা হওয়া—এই দুই সংঘাতে জম্মুর হিন্দুসমাজ যে দোলাচলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, তাতে ঘা মারার ক্ষেত্রে কংগ্রেস চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। জম্মু, সাম্বা, কাঠুয়া, উধমপুর জেলাগুলোয় রাহুল একবারের জন্যও প্রচারে যাননি। উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও দল করে গেল একের পর এক ভুল। সেই সুযোগ হাতছাড়া করেনি বিজেপি। তাদের ২৯টি আসনের প্রতিটিই জম্মুর। উপত্যকায় তারা খাতা খুলতে ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ যদি হয় মোদি সরকারের ২০১৯ সালের ৫ আগস্টের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত, দ্বিতীয় কারণ তাহলে ভোটে জিততে তাদের হীন চাতুরী। ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ উপত্যকার মানুষ শুধু যে মন থেকে মেনে নেয়নি, তা-ই নয়, বিজেপির ছল, বল, কৌশলকেও এই ভোটে তারা সমবেতভাবে পরাজিত করেছে। তা করতে গিয়ে উপত্যকাবাসী চোখ বন্ধ করে বেছে নিয়েছে পরিচিত ঘরের দল এনসিকে। আবদুল্লাহ পরিবারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ-অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও এই ভোটে তারা নির্দ্বিধায় তাদেরই কোল পেতে দিয়েছে বহিরাগত আগ্রাসী বিজেপির উগ্র হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ রুখতে। তারা বুঝেছে, ৩৭০ অনুচ্ছেদ লোপ পেলেও 'কাশ্মীরিয়ৎ'-এর অহংবোধ কেউ যদি রক্ষা করতে পারে, তাহলে এনসিই পারবে। বিজেপি যতই আসন প্রাপ্তির বড়াই করুক, ২৯ আসন জেতার কৃতিত্ব (২০১৪ সালে পেয়েছিল ২৫টি) যতই বিজ্ঞাপিত হোক, এই ফল ৩৭০-এর বিরুদ্ধে উপত্যকাবাসীর গণভোট বলেই পরিচিতি পাচ্ছে। একই রকমভাবে এই ফল বোঝাল, উপত্যকাবাসী নীতির ক্ষেত্রে বিজেপির দ্বিচারিতারও বিরুদ্ধে। তাদের সব আয়োজনই তাই বৃথা। বিজেপির অঙ্ক ছিল জম্মুর সিংহভাগ আসন জিতে উপত্যকার মুসলমান ভোটে বিভাজন ঘটানো। সে জন্য প্রথম ভরসা ছিল দলছুটদের নিয়ে তৈরি আপনি পার্টি ও আজাদ পার্টি। পিডিপির শীর্ষ নেতা আলতাফ বুখারি ও কংগ্রেসের গুলাম নবী আজাদ লোকসভা ভোটে সেই লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় বিজেপি কাছে টানে বিচ্ছিন্নতাবাদী জেলবন্দী সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার রশিদকে। পাশাপাশি মদদ দিতে থাকে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদী জামায়াতে ইসলামিকে। এই চার শক্তিকে নানাভাবে মদদ দিয়েও বিজেপি নিজেদের চূড়ান্ত ব্যর্থ প্রতিপন্ন করল। তাদের কারিকুরি বুঝতে উপত্যকার মানুষের দেরি হয়নি। এরা বিজেপির 'বি-টিম' বলে এনসির প্রচার বিনা বাক্যে তারা গ্রহণ করেছে। বিজেপি এখন সাফাই গাইছে এই বলে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সন্ত্রাসবাদীদের গণতান্ত্রিক পথে ফেরত আনার সুযোগ করে দেওয়াটা কম কথা নয়।

সহমরণে যাওয়া আর্তনাদ চাপা দিতে প্রবলভাবে সতীর জয়গান করা হতো। হরিয়ানার জয় উদ্‌যাপনে বিপুল ঢক্কানিনাদ কাশ্মীরে বিজেপির ব্যর্থতা চাপা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। দেশে তো বটেই, আন্তর্জাতিক স্তরেও নরেন্দ্র মোদির কাশ্মীর নীতি নতুন প্রশ্ন তুলবে। প্রধানমন্ত্রী নিজেকেও দাঁড় করাচ্ছেন অন্য এক পরীক্ষার মুখে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কত দ্রুত জম্মু-কাশ্মীরকে তিনি রাজ্যের পরিচিতি ফিরিয়ে দেন, তা দেখতে উন্মুখ থাকবে সবাই। ওমর আবদুল্লাহর দশা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো হয় কি না, আপাতত সেটাই মূল আকর্ষণ।

সৌ: প্র: আ:

প্রথম নজর

ব্যাঙ্গালোরে লালগোলার ঠিকাদারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মাস খানেক আগে ব্যাঙ্গালোরে ঠিকাদার হিসেবে কয়েকজন শ্রমিক নিয়ে কাজে গিয়েছিল লালগোলা থানার আইড়মারি-কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিহিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মোঃ মুকলেসুর রহমান অরফে আপেল(৪১)।
বৃহস্পতিবার কর্মস্থল থেকে ভোররাতে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরিবার সূত্রে খবর, প্রায় ১৫ জন শ্রমিককে কাজের জন্য ব্যাঙ্গালোরের পানাথুর এলাকায় নিয়ে গিয়েছিল সে। তবে মালিকপক্ষ টাকা বরাদ্দ না করার কারণে শ্রমিকদের পাওনা শোধ করার জন্য দিন কয়েক থেকে চিন্তিত ছিল মুকলেসুর। এমনকি পরিবারের লোকেদের সঙ্গে একাধিকবার এবিষয়ে আলোচনা করেছিল সে।
বৃহস্পতিবার ভোরে লালগোলার ডিহিপাড়ার বাড়িতে খবর আসে, মুকলেসুরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। ব্যাঙ্গালোরে তার সঙ্গে যাওয়া শ্রমিকদের বক্তব্য অনুযায়ী, মুকলেসুর গত বুধবার সারারাত ঘুমায়নি। ঘটনাস্থলের এক নিরাপত্তা রক্ষী রাত আড়াইটে নাগাদ শৌচালয়ে যেতে দেখে তাকে। কিছুক্ষণ পরেই শৌচালয়ের পাশ থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সহ পরিবারের অনুমান, মুকলেসুর আত্মহত্যা করেছে। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ময়নাতদন্তের পর শুক্রবার দুপুরে লালগোলার বাড়িতে পৌঁছায় মুকলেসুরের মৃতদেহ। একদিকে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে, অন্যদিকে সমগ্র এলাকা জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

পুজোর খরচ বাঁচিয়ে দুঃস্থদের বস্ত্রদান

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: পঞ্জিকা অনুসারে গতকাল ছিল বিজয়াদশমী। দিনক্ষণের নিরীখে দুএকটি জায়গায় প্রতিমা বিসর্জন হলেও অনেকক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিসর্জন হয়নি।তবে পুজোর নিয়মনীতি যথাযথ ভাবে পালনের খবর পাওয়া গেছে।পুজোর পরবর্তীতে আনুমানিক আয় ব্যায়ের তথ্য দেখে বাঁচত টাকা থেকে দুঃস্থদের নতুন বস্ত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় খয়রাসোল ব্লকের কৃষ্ণপুর বড়জোড় গ্রামের সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি।সেই মোতাবেক এদিন রবিবার কমিটির পক্ষ থেকে গ্রামের অভাবগ্রস্ত ব্যাক্তিদের হাতে পুজো মন্ডপের সামনে নতুন বস্ত্র তুলে দেন।উল্লেখ্য এলাকা মূলত কৃষি নির্ভর।বিগত দুই বছর অনাবৃষ্টির ফলে কৃষিকাজ মার খায়। যার ফলে দিন মজুরদের রোজগারেও ঘাটতি দেখা দেয়। ভালো ধানচাষ হয়নি।সেই সমস্ত কথা বিবেচনা করে কমিটির এরূপ সিদ্ধান্ত বলে জানা যায়।বস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য নিত্যানন্দ মন্ডল,মাধাই পাত্র,শংকর মন্ডল,চঞ্চল পাল,পঞ্চায়েত সদস্যা ঝুমকি সুত্রধর,সমাজসেবী নির্মল মন্ডল,বিশ্বনাথ পাত্র সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ।

রাস্তার জমা জলে মাছ ছেড়ে জাল ফেলে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: রাস্তার বেহাল দশা। জায়গায় জায়গায় গর্ত। বর্ষার পরেও রাস্তায় জল জমে থাকে। সারা বছরই দুর্ভোগ পোহাতে হয় স্থানীয়দের।রাস্তা মেরামতের দাবি তুললেও হয়নি সুরাহা। শেষমেশ রাস্তার জমা জলে মাছ ছেড়ে জাল ফেলে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা।
সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদপুর গ্রামে। স্থানীয়দের অভিযোগ,মহানন্দা বাঁধ রোড থেকে শুরু করে আব্দুল হাই এর বাড়ি পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ মিটার রাস্তা দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। ইসলামপুর অঞ্চল ও সাদলীচক অঞ্চলের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা হচ্ছে এটি।এই রাস্তা দিয়ে প্রায় ৩০ টি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করে থাকেন। কুমেদপুর হাট ও কুমেদপুর রেলস্টেশনে এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায়। বর্তমানে সেই রাস্তা জলকাদায় একাকার হয়ে পড়ে রয়েছে। চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। সমস্যার কথা বহুবার জানানো হয়েছে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসনের কাছে। কিন্তু মেলেনি কোনও প্রতিকার।তাই চাঁদপুর ও ইসলামপুর এলাকার বাসিন্দারা রাস্তার মেরামতের দাবিতে আন্দোলনে নামেন। তাঁরা রাস্তায় জাল ফেলে মাছ ধরে বিক্ষোভ দেখান।
স্থানীয় বাসিন্দা, নুর ইসলাম ও আশরাফুল হকরা বলেন,এই রাস্তা নিয়ে পঞ্চায়েত ও ব্লক কে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।প্রশাসনিকভাবে বছরের পর বছর শুধু আশ্বাস মিলেছে। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। স্থানীয় কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার মহম্মদ উনসাহাক বলেন,আমি একাধিকবার পঞ্চায়েত প্রধান ও বিডিও জানিয়েছি। রাস্তাটি সংস্কার করার বিষয়ে কেউ গুরুত্ব দিচ্ছে না। ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লুৎফুন নেসা বলেন, পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তার কাজটি ধরা হয়েছে। টেন্ডার হলেই কাজ শুরু হবে।

ওবিসি: পিআইবি-র চিঠি অভিষেক, সংখ্যালঘু কমিশন, হুমায়ুনকে

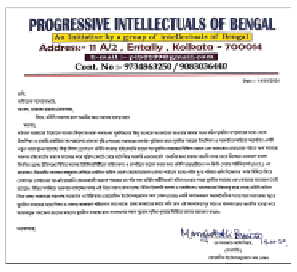
PROGRESSIVE INTELLECTUALS OF BENGAL
An Initiative by a group of intellectuals of Bengal
Address:- 11 A/2, Entally, Kolkata - 700014
Cont. No :- 9734863250 / 9083036440

অভিষেককে লেখা চিঠি

আপনজন ডেস্ক: আজ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের ওবিসি মামলার শুনানি। তার আগে সোমবার জোর তৎপরতা শুরু করল রাজ্যের অন্যতম সংখ্যালঘু সংগঠন প্রোগ্রেসিভ ইন্টেলেকচুয়ালস অফ বেঙ্গল বা পিআইবি। এ ব্যাপারে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পিআইবির সভাপতি ড. মানাজাত আলি বিশ্বাস জানিয়েছেন, তারা সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি মামলার দ্রুত শুনানির লক্ষ্যে রাজ্যের শাসক দল তৃণমুল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে তারা অভিষেকের কাছে আর্জি জানিয়েছেন, ওবিসি বাতিল নিয়ে রাজ্য সরকারের গয়ংগচ্ছ মনোভাব ও নিষ্ক্রিয়তাকে দূরে ঠেলে যেন আদালতে রাজ্য সরকারের তরফে সপ্রতিভ পদক্ষেপ নেওয়ায় যাতে দ্রুত শুনানি হয়। এদিন পিআইবির পক্ষে এক প্রতিনিধি দল এ বিষয়ে রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান এবং ডেবরার বিধায়ক ড. হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে দেখা করে ওবিসি মামলা নিয়ে আলোচনা করে। কীভাবে ওবিসি মামলা ত্বরান্বিত করা যায় সে বিষয়ে রাজ্য সরকার যাতে জরুরি ভিত্তিতে দেখে তার আর্জি জানায়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন মানাজাত আলী বিশ্বাস, মশিউর রহমান, কাজী তাজউদ্দিন, হাফিজুল মোল্লা, মোহাম্মদ মিজানুর মন্ডল, শেখ জাহিরুদ্দিন প্রমুখ।

দক্ষিণ দামোদরে পর্যটন নিয়ে বিশেষ আলোচনা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: দক্ষিণ দামোদরের ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোকে পর্যটন মানচিত্রে আনার লক্ষ্যে এক বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো সেহারা বাজারে। দক্ষিণ দামোদরের স্বাধীনতা সংগ্রামী, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিক, এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধ ইতিহাসকে তুলে ধরে এই অঞ্চলকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান বহুদিন ধরেই জানানো হচ্ছে। মূলত রায়না, খণ্ডঘোষ, মাধবডিহি, ও জামালপুর এলাকার ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাগুলোকে পর্যটনের আওতায় আনার লক্ষ্যে এই বৈঠকটি হয়। বিশিষ্ট গবেষক ও শিক্ষক ড. রমজান আলীর নেতৃত্বে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বটুকেশ্বর দত্ত স্মৃতি সংরক্ষণ কমিটির মধুসূদন চন্দ্র, পীর শাহ চাঁদের কমিটির প্রতিনিধি বাচ্চু রহমান, এবং রাসবিহারী বসুর স্মৃতি সংরক্ষণ কমিটির পক্ষে শেখ আহমেদ হোসেন প্রমুখ। বৈঠকে আলোচনা হয় রাসবিহারী বসু, বটুকেশ্বর দত্ত, এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী ও মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর মতো ব্যক্তিদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলোকে পর্যটন কেন্দ্রগড়ে তোলা নিয়ে।

মিল্লি ইত্তেহাদের উদ্যোগে ওবিসি ওয়াকফ সচেতন সভা উস্থিতে

বাইজিদ মণ্ডল ● উস্থি

আপনজন: মগরাহাট পশ্চিম ব্লক মিল্লি ইত্তেহাদ এর উদ্যোগে বর্তমান ওয়াকফ, ওবিসি ও মুসলিমদের ব্যক্তিগত আইন প্রভৃতি নিয়ে বর্তমানে দেশ ও সমাজের সাধারণ মুসলমান ঘোর সংকটের মধ্যে। মুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মাজহাব, মাসলাক অনুসারীদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিজ সম্প্রদায়ের আলেম ও বুদ্ধিজীবীদের এক সঙ্গে নিয়ে উস্থিতে এক সভা কক্ষে সচেতন কমিটি গঠন ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়।
সেমিনারের মুখ্য আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. জাহান আলি পুরকাইত, যুগ্ম আহ্বায়কমহ. আলিনুর মণ্ডল,অধ্যাপক বদরুদ্দোজা মোল্লা,মাস্টার নূরনবী সরদার, মাওলানা আলীনুর। জাহান আলী পুরকাইত সভার উদ্দেশ্য ও কওমী ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন সমবেত বিশিষ্টজনেদের সামনে। অধ্যাপক পুরকাইত বর্তমান ওয়াকফ্, ও বি সি বা মুসলিম ব্যক্তিগত আইন বিষয়ে ঘোর সংকট কালে সমস্ত সাধারণ মুসলমান সহ আলেম ও বুদ্ধিজীবিদের বিভেদ ভূলে একসঙ্গে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আবেদন জানান। মুসলিম সমাজের বিভেদই তাদের অস্তিত্বের সংকট ডেকে এনেছে বলেই অন্যতম আহবায়ক আলিনুর মন্ডল মন্তব্য করেন। মুসলিম উম্মাহর সংকট কালে নেতৃত্বের অভাব কে তুলে ধরে স্থানীয় ঐক্যের ওপর জোর দেন মাস্টার নুরনবী সরদার। অধ্যাপক বদরুদ্দোজা শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের অভাবকে তুলে ধরেন। সভায় বিশিষ্টজনেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মোজাফফর হোসেন মোল্লা, আবুল কালাম মোল্লা, মাও: আলিনুর পুরকাইত, মনোয়ার হোসেন মোল্লা, রওশন হাবিব, সেখ নাসির হোসেন, মেহেরুল্লাহ গাজি,রেজাউল মন্ডল, শামসুর রহমান, ইবাদাত হোসেন, কবির লস্কর, মাও: নুর আলম মোল্লা, সিকান্দার লস্কর, ড: তারিফুল গাজি,মহ. আরিফ, মাও: সাইফুদ্দিন, সামীম আখতার ও মনিরুল মান্না সহ অন্যান্যরা। মিল্লী ইত্তেহাদ মাজলিস, মগরাহাট পশ্চিম ব্লক এর পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী মুসলমান দের নিয়ে, মুসলিম ধর্ম -সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মাজহাব/ মাসলাক অনুসারীদের মধ্যে এক বন্ধুত্বপূর্ণ সমন্বয় ও ঐক্য গড়ে তুলে সামাজিক ক্ষেত্রে নিজেদের নিয়ামক ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস গ্রহণ করতে এই সেমিনারে এক অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হয় এবং অনতি বিলম্বে ওয়াকফ্, ওবিসি সংরক্ষণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে গণসচেতনতার প্রসারে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি গৃহীত হয়।

সংখ্যালঘু প্রধান ভাঙড়ে সাড়ম্বরে শেষ হল শারদীয়া দুর্গোৎসব

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড় সংখ্যালঘু মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। এই এলাকা প্রায়শই রাজনৈতিক মারামারিতে সরগরম হয়ে ওঠে। তবে ধর্মীয় কারণে উত্তাপ ছড়ায় না এখানে। হিন্দু-মুসলমান শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে আসছে দশকের পর দশক। প্রতিবছরের মতো ২০২৪-শের শারদীয়া দুর্গোৎসব ও নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়েছে।
"আপনজন" প্রতিনিধি পঞ্চমীর সন্ধ্যায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাঙড়ের প্রাণগঞ্জ অঞ্চলের গড়াইজুলি গোলদার পাড়ার সার্বোজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজোয়। এখানে কয়েকজন মুসলিম ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন অতিথি হিসাবে। আয়োজক হিন্দু সম্প্রদায় ও অতিথি মুসলমান সম্প্রদায়ের সকল বক্তাই ধর্মীয় সম্প্রীতি আরও মজবুত করার আহ্বান জানান। এদিন অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান পুজো কমিটির উপদেষ্টা ও প্রতিমা দাতা শিক্ষক কবি দীননাথ গোল্দার, সভাপতি অষ্টপদ গোলদার, সম্পাদক অভিজিৎ গোলদার, সহ সভাপতি মতিউর রহমানরা। এই পুজো এবছর একাদশ তম বর্ষে পদার্পণ করল। অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দীনবন্ধু পাল।
অপরদিকে প্রাণগঞ্জ অঞ্চলেরই কালিকাপুর সাধুখাঁ পাড়ার নারায়ণ সংঘের পুজো এবছর ৮৮ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে বলে "আপনজন" প্রতিনিধি কে জানান পুজো কমিটির উপদেষ্টা ইন্দ্রজিৎ সাধুখাঁ। তিনি বলেন, এবছরে আমাদের মূল ভাবনা 'সাবেকি আনায় মার্তৃ আরাধনা।' এখানে প্রতিমা নির্মাণ করেছেন কুমোরটুলির পটুয়া শিল্পী মোহন বাঁশী ও রুদ্র পাল, মন্ডপ নির্মাণ করেছেন শিল্পী যামিনী রায়। এখানে অবিভক্ত ভাঙড়ে সবচেয়ে ব্যায়বহুল প্রতিমা নির্মাণ হয়েছে বলে পুজো উদ্যোক্তাদের দাবি। ১ লক্ষ্য ৫০ হাজার টাকা ব্যায় করা হয়েছে প্রতিমা নির্মাণে। অষ্টমীর দিনে পুজো কমিটির পক্ষে থেকে পুটখালী আদিবাসী গ্রামে ৫০০ দুঃস্থদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া হয়।

মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে দু মাস ব্যাপী প্রচার শুরু ওমেন ইন্ডিয়ার

আলম সেখ ● কলকাতা

আপনজন: সারা দেশ জুড়ে বেড়ে চলা নারী নির্যাতন, অপহরণ, ধর্ষণ ও সরকারের তরফে নিরাপত্তা দেওয়ার পরিবর্তে দমন নিপীড়নের বিরুদ্ধে সারা দেশের মানুষকে একত্রিত ও মহিলাদের নিরাপত্তায় সম্মিলিত ভূমিকা নেওয়ার জন্য উদ্যোগী করতে এসডিপিআই-এর রাজ্য অফিসে অনুষ্ঠিত ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্টের রাজ্য কমিটির প্রেস কনফারেন্সে রাজ্যে ২ মাসব্যাপী প্রচার অভিযানের উদ্বোধন করলেন ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্ট-এর জাতীয় সভাপতি ইয়াসমিন ইসলাম। এই অভিযানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে তিনি বলেন, জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরোর (NCRB) তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ৪,৪৫,২৫৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে, যা ২০১৮ সালের তুলনায় ১২.৯% বৃদ্ধি পেয়েছে যা দৈনিক গড়ে ১,২২০টি। যদিও ২০১৩ সালের ফৌজদারি আইনের মতো আইন রয়েছে তবুও ধর্ষণ মামলার সংখ্যা এখনও উর্ধ্বমুখী। ২০২২ সালে ৩১,৫১৬টি ধর্ষণ মামলা দায়ের করা হয়েছে, গড়ে প্রতিদিন ৮৬টি। ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার ২০১৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ২৭-২৮% এর মধ্যে রয়েছে। ২০২২ সাল পর্যন্ত, ১,৯৮,২৮৫টিরও বেশি ধর্ষণ মামলা বিচারাধীন রয়েছে, যার মধ্যে বছরের শেষে মাত্র ১৮,৫১৭টি মামলা নিস্পত্তি হয়েছে। নির্ভয়া মামলার পর কঠোর আইন, যেমন ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের গঠন সত্ত্বেও ২০১৮ সালের আসিফা বানুর ধর্ষণ ও হত্যার মতো ঘটনা প্রমাণ করে দেই যে মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি ধর্ষণ, অপরাধ ও নারী নিগ্রহে পুলিশি অসংবেদনশীলতা এবং পক্ষপাতিত্ব ভূমিকার তীব্র বিরোধিতা করেন ইয়াসমিন ইসলাম। তিনি উদাহরণ দেন– উন্নাও ধর্ষণ মামলা, হাথরাস গণধর্ষণ, আসিফা বানু মামলায় পুলিশের ভূমিকার।
রাজনীতিতে মহিলাদের জন্য ৩৩% সংরক্ষণ প্রসঙ্গে রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা আয়েশা মোস্তফা বলেন– সংবিধানের প্রতিশ্রুতি এবং সরকারের ধারাবাহিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, শাসন ব্যবস্থায় মহিলাদের জন্য ৩৩% সংরক্ষণ এখনও কার্যকর করা হয়নি। মহিলাদের কণ্ঠস্বরকে রাষ্ট্রীয় স্তরে পৌঁছে দেওয়া ও আইন প্রণয়নে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
তাবরেজ আনসারির স্ত্রী শাইস্তা পারভীন, জুনাইদ খানের মা রাবিয়া বিবি, পেহলু খানের স্ত্রী সাইরা বানোর মতো লিঞ্চিংয়ের শিকারদের পরিবারের মহিলা ও তাঁদের সন্তানদের করুন অবস্থার বর্ননা দেন রাজ্য সহ সভাপতি আলিয়া পারভীন। এছাড়াও আন্দোলন বা রাজনৈতিক বিরোধিতার জন্য কারাবন্দী মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিক "তিস্তা শীতলবাদ", সাবেক কাউন্সিলর, সিএএ বিরোধী আন্দোলনকারী "ইশরাত জাহান", গালফিশা ফাতিমা, ও শিক্ষাবিদ ও সমাজ কর্মী শোমা সেন-এর মতো মহিলাদের উপর সরকারি নিপীড়নের উদ্ধৃতি দেন তিনি। উপরোক্ত বিষয় বস্তুকে সম্মুখে রেখে এদিনের প্রেস কনফারেন্সে ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্ট তাদের বিভিন্ন দাবির কথা তুলে ধরে সাংবাদিকদের কাছে।

বড় পীরের উরসে ব্যাপক সমাগম

বাবু হক ● হাওড়া

আপনজন: গ্রামীণ জেলার রাজাপুর থানার তুলসীবেড়িয়া দরগা শরীফ কমিটির আয়োজনে, পাঞ্জাব মস্তান জীর ও পীরে কামেল শাহ্ সুফী আব্দুল হামিদ আলী খান র.-এর মাজার প্রাঙ্গণে, পবিত্র এগারো শরীফ ও পীর দস্তগীর হজরত আব্দুল কাদের জিলানী রঃআঃ এর উরস মোবারক অনুষ্ঠিত হল পীরের সিলসিলা মোতাবেক। ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষা থেকে শিক্ষা নিয়ে নৈতিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমেই নৈতিক চরিত্র গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আলোচনা করেন পীর রফিকুল ইসলাম খান, পীরজাদা সহিদুল ইসলাম খান। পীরজাদা আমীরুল ইসলাম খান, কমিটির সভাপতি এম ডি মুক্তার, হোসেন এ্যাসোসিয়েটের কর্ণধার সেখ নিসার হোসেন, সিরাজাম মনিরা প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শারদ সম্মান প্রদান সুন্দরবন প্রেস ক্লাবের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: সংবাদমাধ্যমে খবরের পাশাপাশি সারাবছর রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য শিবির, সচেতনতা মূলক শিবির সহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজের সাথে প্রতি বছর শারদ সম্মাণ প্রদাণ করে সাংবাদিকদের সংগঠন সুন্দরবন প্রেস ক্লাব।এ বছর সুন্দরবন প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে সুন্দরবনের নামখানা, কাকদ্বীপ, কুলপি, মথুরাপুর, জয়নগর, বকুলতলা এবং দক্ষিন ২৪ পরগনার মন্দিরবাজার ও মগরাহাট ব্লকের মোট ২৪ টি পুজো কমিটির সদস্যদের হাতে শারদ সম্মাণ ২০২৪ তুলে দেওয়া হয় ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমী এই তিন দিন ধরে।

আয়ুর্বেদিক গবেষণা কেন্দ্রের সাফল্য সভা

আনিসুল ইসলাম ● সল্টলেক

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ মন্ত্রকের অধীনস্থ কলকাতার সল্টলেকে অবস্থিত সেন্ট্রাল আয়ুর্বেদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট ১০০ দিনের মাইলফলক গর্বিতভাবে উদযাপন করল। তারা ঐতিহ্যগত ওষুধ ও আয়ুর্বেদিক গবেষণার প্রচারের জন্য ভিয়েতনাম এবং মালয়েশিয়ার সাথে সমঝোতা চুইক্ত ইহেসেব ভেষজ ওষুধের মানসম্মত করার জন্য "এক হার্ব, ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড" উদ্যোগের সূচনা হয়। রিসার্চ ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, মন্ত্রক তহসিল স্তরে বিশেষ আয়ুষ মেডিক্যাল স্টোর চালু করেছে, ১০০০ টিরও বেশি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরকে এনএবিএইচ শংসাপত্র সহ স্বীকৃত করেছে এবং "হর ঘর আয়ুরযোগ" প্রচারাভিযান চালু করেছে। যেখান বয়স্কদের জন্য ১৪ হাজারেরও বেশি স্বাস্থ্যসেবা শিবিরের আয়োজন করেছে। তারা জানান, সল্টলেকের সেন্ট্রাল আয়ুর্বেদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট একটি NABH এবং NABL স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। আয়ুর্বেদিক সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চালায়। গবেষণা, ক্লিনিকাল পরিষেবা এবং ওষুধ তৈরিতে সেন্ট্রাল আয়ুর্বেদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সমন্বিত প্রচেষ্টা আয়ুশ স্বাস্থ্যসেবাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বলে জানানো হয়। এই অর্জনগুলি প্রদর্শন করতে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবায় রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অবদানগুলি তুলে ধরা হয় সাংবাদিক সম্মেলনে।

চারটি লোকসভা কেন্দ্রে পুজো কার্নিভালে ভিড়

নকীব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: রাজ্য সরকারের উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে চারটি জায়গায় কার্নিভাল হল সোমবার দিন মথরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের কুলপিতে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বজবজে চড়িয়াল, যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সোনারপুরে ও জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে। ৯টি ব্লকের ১৫ জুন পূজা কমিটি অংশগ্রহণ করলো মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের পুজোর কার্নিভালে। সোমবার এই কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হয় কুলপি ব্লক অফিসের সামনে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ১৫টি পূজা কমিটি এই লোকসভা কেন্দ্রের কার্নিভালে অংশগ্রহণ করেছে। মন্দিরবাজার, মগরাহাট , রায়দিঘির কাকদ্বীপ, কুলপি, সাগর, পাথরপ্রতিমা ব্লকের পূজা কমিটি গুলি অংশগ্রহণ করেছিল। এই কার্নিভালকে ঘিরে ছিল নিরাপত্তার আটোসাটা প্রত্যেকটি কার্নিভালে পানীয় জল চিকিৎসক অ্যাম্বুলেন্স ব্যবস্থা ছিল সাধারণ মানুষের জন্য। সোমবার দিন এই কার্নিভালে উপস্থিত ছিল কুল্পিতে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার। বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার গিয়াস উদ্দিন মোল্লা অলক জলদাতা, মন্টুরাম পাখিরা সমীর জানা সহ জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি সীমন্ত মালি। উপস্থিত সুন্দরবন পুলিশ জেলার এসপি কোটেশ্বর রাও ও এডিশনাল এসপি সহ সমস্ত ব্লকের ব্লক আধিকারিকরা। জেলার এইরকম পুজো কার্নিভাল হওয়াতে এলাকাবাসীর মধ্যে ছিল প্রবল উন্মাদনা। জেলার লোকসংস্কৃতিকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুষ্ঠান করে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চারটি লোকসভা কেন্দ্রে জুড়ে এই কার্নিভালে লাখো মানুষের ভিড়ে জমে উঠেছিল পুজোর কার্নিভাল।

প্রথম নজর

মুহাম্মদ সা.কে কটূক্তির প্রতিবাদ নবগ্রামে

জাকির সেখ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বৃহস্পতিবার নবগ্রামে অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন আন্ড চেরিটেবল ট্রাস্ট নবগ্রাম ব্লক কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় কর্মী সম্মেলন। এদিনের কর্মী সম্মেলনে ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম থেকে কয়েকশো ইমাম মুয়াজ্জিন উপস্থিত হয়েছিলেন। রামগিরি মহারাজ ও নরসিংহানন্দ মহারাজ মহা নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে যে কটূক্তি করেছে তার তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করা হয়। যারাই নবীজী (সা.) এর সম্পর্কে কটূক্তি করবে প্রশাসন যেন তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই দাবিও জানান হয়। ওয়াকফ সংশোধনী বিলের তীব্র বিরোধিতাও করা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। এছাড়াও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সংগঠনের সদস্য সংগ্রহ, ইমাম ভাতা ইমাম সাহেবদের নামেই করতে হবে, স্কুলছুটদের স্কুলে ফেরানো, স্বাস্থ্য ও বাল্যবিবাহ বন্ধের উপর আলোচনা করা হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ব্লক সেক্রেটারি মাওলানা আতিকুর রহমান, সভাপতি মাওলানা খাইরুল বাসার, এসআই সুজিত রায়, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল মাবুদ, অডিটর মাওলানা আব্দুল রহমান চৌধুরী, সহ সম্পাদক মাওলানা ওসমান গনি, মাওলানা মতিউর রহমান। উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আহমদ আলী, মাওলানা খাইরুল, মাওলানা আব্দুল মান্নাফ, মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম প্রমুখ।

পুজোর চার দিন এক টাকায় পেট ভরে ভাত খাওয়াল ‘নতুন ভোর’

জে হাসান ● বারুইপুর

আপনজন: বারুইপুর নতুন ভোর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে সকলের ভালোবাসায় এবার তৃতীয় বর্ষে আবার এক টাকার বিনিময়ে পেট ভরা ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে পুজোর চার দিন। প্রতিদিন এই এক টাকার বিনিময়ে পেট ভরে ভাত ১০০০ জনকে দেওয়া হচ্ছে। বুধবার থেকে শুরু হলো এক হাজার জনের এই ১ টাকার পেট ভরা ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা। দেখতে দেখতে তিন বছরে পদার্পণ। মূলত পুজোর সময় উৎসবমুখর দিনগুলোতে আমরা যখন পুজো মণ্ডপে ঠাকুর দেখতে ব্যস্ত, রাস্তার পাশে ফুচকা, আইসক্রিম,ঘুগনি খেয়ে, বড় বড় রেস্তোরায় ভুরিভোজ শারি, তখন প্রচুর মানুষ পুজার আনন্দ ভুলে দুবেলা দুমুঠো পেট ভরা ভাতের যোগানে ব্যস্ত। পুজোর আগে অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের, ছোট ছোট বাচ্চাদের,নতুন জামা কাপড় দিয়ে থাকেন। পুজোর কদিন তারা কি খাবে সেটা কেউই ভাবেন না। তাই পুজোর কদিন আমরা যেমন বাড়িতে,বাইরে ও রেস্তোরায় ভালো-মন্দ খাই তেমনই বারুইপুরের “নতুন ভোর” এইসব মানুষদের কথা ভেবে তাদের মুখে অন্তত পুজোর চারটে দিনের জন্য হাসি ফোটাতে পেট ভরে ভাতের ব্যবস্থা করেছেন। কোনদিনও আছে মাছ ভাত, কোনদিনও ডিম ভাত, কোনদিনও থাকছে পোলাও আলুর দম,আর শেষ দিনে মাংস ভাত। সংস্থার কর্মকর্তা সজল মিত্রের কথায়, আমরা কোন দান করছি না, আমরা এক টাকার বিনিময়ে খাবার দিচ্ছি। দান আর টাকার বিনিময়ে খাবার নেওয়ার মধ্যে পার্থক্য আকাশ পাতাল। জড়িয়ে আছে মানুষের আত্মমর্যাদা বোধ ও সম্মান। তাই মানুষের আত্মমর্যাদা ও সম্মান অক্ষুন্ন রেখে মাত্র এক টাকার বিনিময়ে এই পুজোর চার দিন খাবার ব্যবস্থা করেছেন। গত বছরের তুলনায় এ বছর সেই সংখ্যা বেড়ে হাজারে দাঁড়িয়েছে। আগামী বছর আরও বেশি সংখ্যক মানুষের মুখে খাবার তুলে দিয়ে,হাসি ফোটানোর চেষ্টায় থাকবেন তারা বলে জানান।

শিশুদের নিয়ে মণ্ডপে জেলা পরিষদ সদস্য

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: সবাই যখন পুজো প্যান্ডেলে ব্যস্ত তখন ভিন্ন ছবি দেখা যায় ল মালদহের হবিবপুর ব্লকের আইহো এলাকায়। পুজোর আনন্দে প্রত্যন্ত গ্রামের দুঃস্থ পরিবারের শিশুদের সামিল করতে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করলেন মালদার টিম তারাশংকর চ্যারিটি সদস্যরা। সংস্থার অন্যতম কর্মকর্তা তথা জেলাপরিষদ সদস্য তারাশংকর রায় শনিবার মহা নবমীতে প্রতিমা দর্শন বের হলেন গ্রামের দুঃস্থ পরিবারের শিশুদের নিয়ে। এদিন তিনি একটি বাস ভাড়া করে প্রায় ৫০জন শিশুকে সেই বাসে চাপিয়ে আইহো, বুলবুলচন্ডী সহ গোটা মালদা শহর ঘুরে মণ্ডপে মণ্ডপে গিয়ে শিশুদের প্রতিমা দর্শন করান। তবে শুধু প্রতিমা দর্শন করা নয়। ঘোরাঘুরি শেষ করে তিনি সমস্ত শিশুদের মধ্যাহ্ন আহার খাইয়ে পুনরায় বাড়ি পৌঁছে দেন। এই প্রসঙ্গে তারাশংকর রায় জানান, হবিবপুর ব্লকের শ্রীরামপুর ও ঋষিপুর অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামের দুঃস্থ পরিবারের শিশুরা আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাবে ঘুরে ঘুরে প্রতিমা দেখতে পারেনা। তাই তাদের জন্য এই ব্যবস্থা।

পুজোয় মেতে ওঠা গ্রামে রাতের অন্ধকারে বুনো হাতির তাণ্ডব

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: একদিকে পুজোর আনন্দ অন্যদিকে বুনো হাতির আতঙ্ক। সোনামুখী থানার পাথরমোড়া গ্রামে রাতের অন্ধকারে বুনো হাতির তাণ্ডব। ভাঙল দোকান। আতঙ্কিত এলাকার সাধারণ মানুষ , দ্রুত ক্ষতিপূরনের আশ্বাস বনদপ্তরের ।
বাঁকুড়া জেলার জঙ্গল লাগোয়া অসাধারণ মানুষদের বছরের বেশিরভাগ সময় হাতির আতঙ্কে রাত কাটাতে হয় । বিভিন্ন সময়ে হাতির তাণ্ডবে ক্ষতির মুখে পড়তে হয় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে কৃষকদেরকে । আবারো হাতির তাণ্ডবে ভাঙলো দুটি দোকান রীতিমতো আতঙ্কিত এলাকার সাধারণ মানুষরা । এ ছবি বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী থানার অন্তর্গত পাথর মোড়া গ্রামের ।
স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায় , বৃহস্পতিবার ভোররাতে সাধন ঘোষ ও প্রদীপ কাপুরী নামের দুই ব্যক্তির দোকানে তান্ডব চালায় বুনো হাতি । দোকানের একাংশ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় বুনো হাতি ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয় তাদের । সাধন ঘোষ নামের এক ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদার জানান , দোকানের মালপত্র নষ্ট করেছে প্রায় ৯০ হাজার টাকার মতো ক্ষতি হয়েছে । এমনিতেই দোকান ভালো চলে না এরকম পরিস্থিতিতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পেলে ভিশন উপকার হয় ।
রাত হলেই বুনো হাতি লোকালয়ে চলে আসছে । তাই পুজোর মধ্যে সাধারণ মানুষরা চরম আতঙ্কিত রয়েছেন । এলাকার সাধারণ মানুষদের ঠাকুর দেখতে জঙ্গল পেরিয়ে আসতে হয় । ফলে যে কোন মুহূর্তেই বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে ।
ইতিমধ্যেই বনদপ্তরের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলি পরিদর্শন করা হয়েছে এবং দ্রুত সরকারি নিয়ম অনুযায়ী দ্রুত ক্ষতিপূরণ কিভাবে দেওয়া যায় তার সব রকম প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে ।

বৃদ্ধাশ্রমের বৃদ্ধাদের পুজোয় ঘুরতে নিয়ে গেলেন থানার ওসি

রহমতুল্লাহ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মহাসপ্তমীর পূর্ণ লগ্নে জিয়াগঞ্জ পুলিশ প্রশাসনের মানবিক চিত্র দেখা গেলো। বৃহস্পতিবার সকাল সকাল জিয়াগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও তাঁর সমস্ত প্রশাসনিক টিম নিয়ে পৌঁছে গেল জিয়াগঞ্জ তোকিয়া সিনিয়র সিটিজেন হোলডেন হোমে অর্থাৎ (বৃদ্ধাশ্রমে)।
সেখানে পৌঁছেই প্রায় ২৬ জন আবাসিক কে তাদের পছন্দমত নতুন জামা কাপড় হাতে তুলে দিয়ে বৃদ্ধাশ্রম কর্তৃপক্ষের কাছে বলেন তাদেরকে অতি শীঘ্রই নতুন পোশাক গুলি পরিধান করিয়ে দিতে, এবং বৃদ্ধাশ্রমের বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল তাদের জন্য গাড়ির লাইন। যেই সমস্ত বৃদ্ধ মহিলারা বাড়ি থেকে বহুদূরে এই চার দেয়ালের মধ্যেই জীবন কাটাচ্ছেন কোন কারণবশতই তাদেরকেই জিয়াগঞ্জ থানার পক্ষ থেকে গাড়িতে করে নিজের দায়িত্বে নিয়ে যাওয়া হয় বহরমপুর শহরে মা দুর্গার প্রতিমা ও মণ্ডপ দর্শনের জন্য সাথে দুপুরের খাওয়া দাওয়ার কথাও বলা হয়। ঠাকুর দেখা ও খাওয়া-দাওয়ার কথা শুনে অনেকেই আনন্দিত ও ভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। তারা অত্যন্ত খুশি জানান ওল্ডেজ হোম কর্তৃপক্ষ ও তাদের আবাসিকরা।

নজরুল পুত্রের জন্মদিন স্মরণ কলকাতায়

আপনজন ডেস্ক : অগ্নিবীণা র আয়োজনে কবি নজরুল ইসলামের পুত্র অগ্নিবীণার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত প্রবাদপ্রতিম আবৃত্তি জগতের নক্ষত্র কাজী সব্যসাচীর ৯৬ তম জন্মদিন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমীর সভাকক্ষে বুধবার অনুষ্ঠিত হল জন্মদিবস উদযাপন। উপস্থিত ছিলেন সব্যসাচীর কন্যা ও বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ‘কবি নজরুল ইনস্টিটিউট ট্রাস্টি বোর্ড- এর মাননীয়া চেয়ারম্যান খিল্ খিল্ কাজী। বিজয় লক্ষ্মী বর্মন, দেবাশীষ বসু, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাচিক শিল্পীসহ ছিলেন ইনাস উদ্দিন, আব্দুল কাইয়ুম অগ্নিবীণার সভাপতি চুনিলাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদক রবীন মুখোপাধ্যায়। সঞ্চালনায় ছিলেন নিমাই মন্ডল, বিপ্লব গাঙ্গুলি, পৌলমী মোদক ও অদিতি শীল।

সাগরদিঘী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মসিউর রহমানের মানবিক উদ্যোগ

আসিফ রনি ও রাজু আনসারী ● সাগরদিঘী

আপনজন: শারদীয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষে অসহায় মানুষদের পাশে সাগরদিঘী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মসিউর রহমান।
দুর্গাপূজা উপলক্ষে সাগরদিঘী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মসিউর রহমান বৃহস্পতিবার প্রায় চার হাজার দুঃস্থ মানুষদের হাতে বস্ত্র তুলে দিলেন। চলছে বাঙালি হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। আর উৎসব মানুষের জীবনে নিয়ে আসে খুশি।
উল্লেখ করা যেতে পারে, সাগরদিঘি ব্লকের মনিগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসী এলাকা একেবারে পিছিয়ে পড়া। দুর্গোৎসবে তাদের আনন্দ যেন ফিকে হয়ে গিয়েছে।সমাজে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অসহায়, দুঃস্থ, প্রতিবন্ধী ,অসচ্ছল মানুষ, এই সমস্ত পরিবারের মুখে পুজোয় এক ঝলক হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার দুর্গাপুজা উপলক্ষে নিজ হস্তে নিজ বাসভবনে গরীব অসহায় মানুষদের বস্ত্র বিতরণ করেন তিনি। বস্ত্র হিসেবে মহিলাদের দেওয়া হয় কাপড় ও পুরুষদের তুলে দেওয়া হয় লুঙ্গি। এদিন প্রায় চার হাজার মানুষদের বস্ত্র বিতরণ করেন তিনি। বস্ত্র বিতরণ শেষে মানবিকতার পরিচয় সাগরদিঘী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মসিউর রহমান বলেন, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেই এমন উদ্যোগ নিয়েছি। তাদের কাছে পুজো মানেই আনন্দ। কিন্তু দুঃস্থতার কারণে তাদের পুজোয় নতুন কাপড় হয়ে ওঠে না। বছ গরিব মানুষের এ সময়ে কষ্ট হয়। একটু হলেও দুঃখ কষ্ট ভাগ করে নেওয়ার লক্ষ্যে সাগরদিঘীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় চার হাজার মানুষকে কাপড় ও লুঙ্গি বিতরণ করলাম।
আগামীতে আরো কিছু করার ইচ্ছে রয়েছে। তার এই মানবিক কাজে এলাকার মানুষ মসিউর রহমানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বন্যা দুর্গতদের সাহায্য

নুরুল ইসলাম খান ● খানাকুল

আপনজন: “ফুরফুরা ইসলাম মিশন কোরআনী সুন্নী জমিয়তে মুসলিমিন “এর তরফে হুগলি খানাকুলের কাটাপুকুরে গ্রামে ত্রান বিতরণ করা হয়। উৎসবের আবহে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সর্ব স্তরের মানুষের হাতে ত্রিপল ও বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য তুলে দিয়ে সার্বিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল পীর বড়ো হুজুর প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা।
এদিন এলাকার অসহায় মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়েছেন পীরজাদা হযরত মাওলানা সওবান সিদ্দিকী ও শিক্ষক নাজমুস সায়াদত। সামাজিক এই কর্মকান্ডের সহযোগিতায় ছিল এস এস হিউম্যান ট্রাস্ট।
বন্যা কবলিত প্রায় ১৫০ গরিব মানুষ কে এই সাহায্য দেওয়া হয়। মহম্মদ সেলিম মোল্লা, কাজী মতিউল্লাহ ও মহম্মদ কলিমুদ্দিন এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।পীর হযরত বড়ো হুজুর প্রতিষ্ঠিত ৮৫ বছরের প্রাচীন মাবতাবাদী এই সংগঠনটি বহুবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ড বজায় রেখে উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে।

‘সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ প্রচারে পুজা কমিটিকে পুরস্কার

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের নজরে ‘সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ প্রতিযোগিতায় মেমারি থানার গন্তার চন্ডীতলা বারোয়ারী পুজো কমিটির প্রচার প্রথম স্থান অর্জন করে। আজ ঐ পুজো কমিটির হাতে একটি ট্রফি ও ৪৫ হাজার টাকার চেক প্রতীকি তুলে দেন বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমা পুলিশ অফিসার অভিষেক মন্ডল, মেমারি থানার ওসি দেবাশীষ নাগ ও মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য্য। গন্তার চন্ডীতলার সামনে রাস্তায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত ‘সেফ লাইফ সেভ ড্রাইভ’ প্রচারে যেভাবে দুর্ঘটনার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে তাতে করে প্রথম স্থান অর্জন করায় নয় বাস্তবিক তারা বাহবা পাওয়ার যোগ্য। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেমারি ১ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহ-সভাপতি সেখ মোয়াজ্জেম, গোপ গন্তার ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য রুপালী চ্যাটার্জী, মেমারি থানার সেকেন্ড অফিসার বিশ্বনাথ দাস সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন সেভ লাইফ সেভ ড্রাইভের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে এসডিপিও, ওসি এবং বিধায়ক পথ চলতি হেলমেট বিহীন মোটরবাইক চালকদের হেলমেট প্রদান করেন ও সতর্ক করেন এবং পুজো কমিটির অনুষ্ঠান মঞ্চে দুঃস্থ মানুষদের হাতে বস্ত্র প্রদান করেন।

তিন সন্তানের মা দুই সন্তানের বাবার সঙ্গে পালিয়ে গেলেন!

সাবের আলী ● বড়ঞা

আপনজন: তিন সন্তানের মা পালালো দুই সন্তানের বাবার সঙ্গে এই ঘটনা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্বামী-সন্তান ফেলে পালানো গৃহবধূকে রেখে পালিয়েছেন প্রেমিক। পরকীয়া প্রেমিকের কথায় সাজানো সংসার ত্যাগ করে পাড়ার যুবকের সঙ্গে পালালো গৃহবধূ গৃহবধূ। স্বামীকে তালাক দিয়ে তিন নাবালক সন্তানকে ফেলে পালিয়েছিলেন প্রেমিকের সঙ্গে। যে প্রেমিকের জন্য তিনি এত কাণ্ড ঘটালেন, সেই প্রেমিক তাকে বিয়ে না করে পালিয়ে গেছেন। ঘরভাঙা ওই গৃহবধূ শেষমেষ বাবার বাড়িতে। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার, বদুয়া গ্রামের নাজিরুল সেখর বিয়ে হয় খড়গ্রাম থানার মাড়গ্রামের । তাদের ১৪ বছরের বিবাহিত জীবন, তাদের তিনটি সন্তানও আছে। নজরুল সেখ বলেন আমি যখন কাজে বেরিয়ে যাই।
তারপর আমার স্ত্রী পাড়ার এক যুবকের সঙ্গে অবাধ্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। আমাকে বলল বাবার বাড়ি যাবো সে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তারপরে তার আর কোন খোঁজ নেই। তারপর আমরা জানতে পারি মহারাষ্ট্রের পুনেতে আমার স্ত্রী পাড়ারই এক যুবকের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই কথা শুনে আমি যখন আমার স্ত্রীকে ফোন করি সে তখন আমার ফোন ধরে না, আমাকে ব্ল্যাকলিস্ট করে দিলো। আমি আর তার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে সে আমার ফোন ধরছেনা। বদুয়া গ্রামের যুবকের সেও বিবাহিত তার ও সংসার আছে দুটি তার সন্তান আছে। দুই সন্তানের বাবার সঙ্গে পালালো তিন সন্তানের মা এই ঘটনাই বদুয়া গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ওই গৃহবধূর সঙ্গে যুবকের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরকীয়া সম্পর্ক ছিলো প্রায় তাদের বাড়ি যাতায়াত ছিল। ওই তিন সন্তানের মায়ের সঙ্গে নিয়মিত ফোনে কথাবার্তা এবং যোগাযোগ ছিল বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। ওই গৃহবধূ বলেন ওর জন্য আমি স্বামীর সংসার ছেড়ে এসেছি ওকে আমি বিয়ে করবো ওর সঙ্গে থাকবো বলে জানিয়েছেন তিন সন্তানের জননীর মা।

সম্প্রীতি রক্ষায় নিজ গ্রামে বস্ত্রদান কাজল সেখের

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল সেখ (ফাইজুল হক) তার নিজগ্রাম নানুর বিধানসভার নানুর থানার অন্তর্গত পাপুড়ি গ্রামে। এই গ্রামে বেশিরভাগ মানুষ বাস করে মুসলিম সম্প্রদায়। কিন্তু অল্পসংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। এই অল্প সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায় মানুষেরা দুস্থ পরিবারের লোক বাস করেন। গ্রামের মানুষের কাছ থেকে শোনা যায় যে তারা দুর্গোৎসবের সময় পরিবারের মেয়েরা বাবার বাড়ি চলে যেতেন এবং পুজো দেখতে অন্য গ্রামে যেতে হতো । এই দুর্গোৎসবের সময়। কারণ অল্প সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায় মানুষের বাস করাই এখানে এত বড় দুর্গা প্রতিমা আনা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ওই হিন্দু সম্প্রদায় মানুষের কথা মাথায় রেখে বিশিষ্ট সমাজ সেবক কাজল শেখ তখন দুর্গা প্রতিমা আনার উদ্যোগ নেন। যাতে গ্রামের মানুষকে অন্য গ্রামে যেতে না হয়। সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে কাজল শেখ নেমে পড়েন প্রতিমা আনতে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দরিদ্রদের মুখে হাসি ফোটাল সেবা সমিতি

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: প্রতি বছরই পুজোর সময় নতুন পোশাক পাওয়ার জন্য চাতকের মতো অপেক্ষায় থাকেন অসহায় দরিদ্র পরিবারের মানুষজনেরা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর অপর দিকে বাঙালির বৃহত্তম উৎসব দুর্গাপুজো।মাটি হতে বসেছিল। পাশাপাশি দরিদ্র মানুষজন ছিলেন মহাচিন্তায়। অবশেষে বরুণদেব সহায় হলেন। কেটে গেল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বৃহস্পতিবার ঠিক সেই মুহূর্তে মহাসপ্তমীতে দরিদ্র অসহায় মানুষদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেন ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার হোগলদাঁড়া’র ‘তেঁতুল বেড়িয়া বিপিন সেবা সমিতি’ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ২৫০ জনের অধিক অসহায় দরিদ্র মানুষের হাতে তুলে দিলেন নতুন বস্ত্র।
উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী জয়ন্ত বোস, মধু সূদন সাঁফুই,অসীম সাঁফুই, শিক্ষক সমাজসেবী সমীর মন্ডল, মনোহর সরদার, গৌতম অধিকারী,মহঃ ময়জুদ্দিন মোল্লা, পুতুল সাঁফুই সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

বোলপুর কার্নিভালের সূচনায় অনুব্রত

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: আন্তর্জাতিক শহর বোলপুর এ কার্নিভালের আয়োজন। এই হেরিটেজ শহরে এবারে ও বাঙালি সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব কার্নিভাল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই কার্নিভাল মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বোলপুর জামবুনি সন্নিকট প্রভাত সরনি রোডে বৈকাল সাড়ে পাঁচটায় ফিতে কেটে শুভ উদ্বোধন করেন অনুব্রত মণ্ডল। এই কার্নিভাল অংশগ্রহণ করেছিল বোলপুরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের দুর্গা উৎসবের কমিটি। প্রায় ১৪ টি দুর্গা প্রতিমা অংশগ্রহণ করে কার্নিভালে। বোলপুরে রবীন্দ্র প্রেমী মানুষ জনেরা বিভিন্ন গান ও নৃত্য পরিবেশন করেন এই কার্নিভালে। এই কার্নিভাল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র কুটির শিল্পমন্ত্রী ও ভারপ্রাপ্ত কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ও কন্যা সুকন্যা মণ্ডল, বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান অমর শেখ, প্রশাসনিক আধিকারীরা ও বোলপুর তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের আধিকারীরা এবং ধর্মমত নির্বিশেষে মানুষজনেরা। সকল পুজো কমিটিকে শারদ সম্মান তুলে দেওয়া হয়।

ভাঙড়ে আদিবাসী গ্রামে পোশাক বিতরণ

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের বাঁওতা ১ নম্বর অঞ্চলের দাদপাড়া আদিবাসী গ্রামে দুর্গা পুজার পোশাক বিতরণ করল “ইচ্ছে ডানা” স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বৃহস্পতিবার ইচ্ছে ডানার সদস্যরা আদিবাসী গ্রামের মানুষের হাতে তুলে দেন। ইচ্ছে ডানার পক্ষে দীপাঙ্কন নস্কর ‘আপনজন’কে বলেন, আমরা শিশু মহিলা ও বয়স্ক মানুষের হাতে পুজোর নতুন পোশাক তুলে দিয়ে কিছু টা হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেছি।

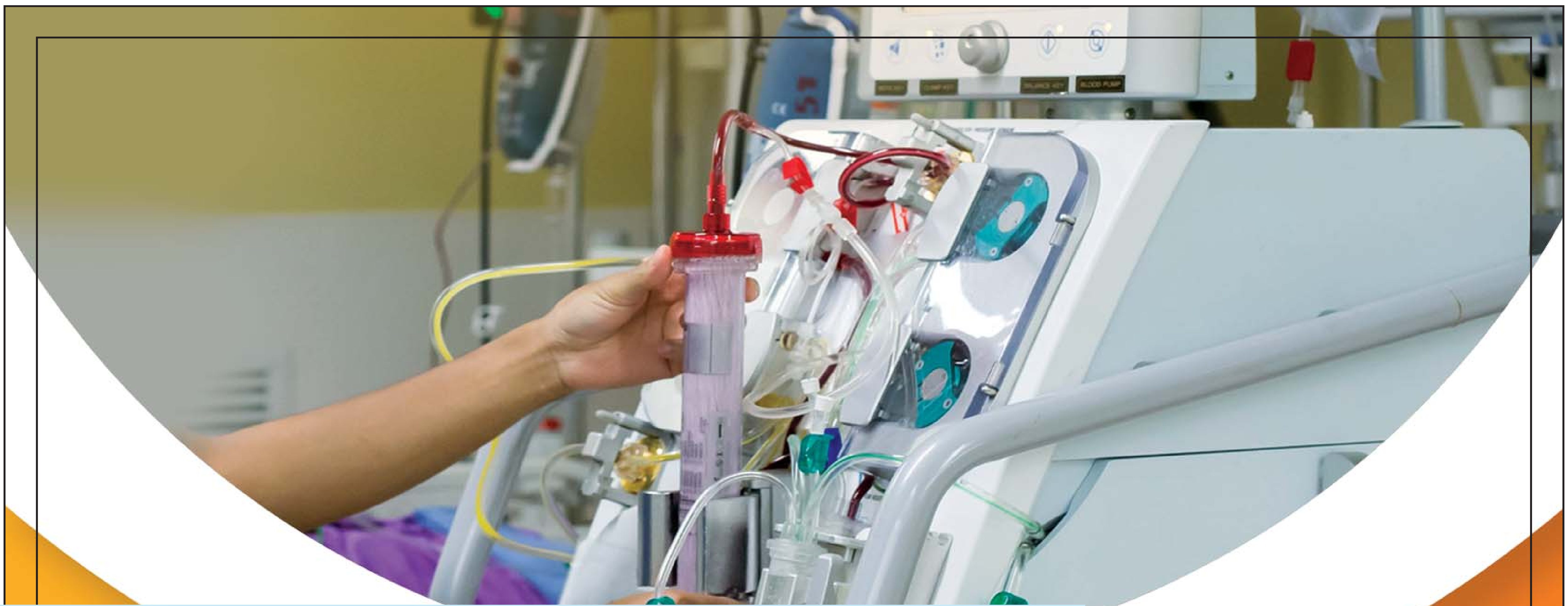

আগে চাকরি পরে ডিগ্রী

100% JOB PLACEMENT

ভর্তি চলছে

মেয়াদ
২ বছর
৩ মাস অনলাইন
+
২১ মাস হসপিটাল

ডিপ্লোমা ইন ডায়ালিসিস টেকনলোজি (DDT)

CHECKMATE CAREER DESIGNING FUTURE + enpidia powered by nephroplus Dialysis Training Academy = Powered by nephroplus dialysis made easy

৪র্থ মাস থেকেই আয়ের সুবিধা

কোর্স ফি: 65,000/-

ভর্তির জন্য অনুমোদিত প্রতিনিধি

CHECKMATE CAREER
DESIGNING FUTURE
PARK CIRCUS | KOLKATA

Contact :
81000 57613 / 98042 81628

কলকাতা ডার্বিতে খেলতে বাধা নেই আনোয়ার আলির

আপনজন ডেস্ক: শনিবার কলকাতা ডার্বি। ইস্টবেঙ্গলের আইনজীবী অসুস্থ থাকায় ৩০ সেপ্টেম্বরের বদলে সোমবার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এদিনও আনোয়ার আলির শুনানি স্থগিত হয়ে গেল। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটি সোমবারও কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। আগামী সপ্তাহে ফের শুনানি হতে পারে। ২২ বা ২৩ সেপ্টেম্বর শুনানি হতে পারে। তার আগে শনিবার আইএসএল-এ কলকাতা ডার্বিতে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের মুখোমুখি হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। সেই ম্যাচে লাল-হলুদ রক্ষণ সামলাবেন আনোয়ার। সোমবার শুনানি না হওয়ায় তাঁর কলকাতা ডার্বিতে খেলতে সমস্যা নেই। সম্প্রতি জাতীয় দলের হয়ে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডলি ম্যাচে খেলেছেন আনোয়ার। এই ম্যাচে তাঁর গোললাইন সেভের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের আশা, কলকাতা ডার্বিতেও একইরকম পারফরম্যান্স দেখাবেন এই ডিফেন্ডার। লাল-হলুদ শিবির সোমবার শুনানির দিকে তাকিয়েছিল। শুনানি স্থগিত হয়ে যাওয়ায় ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা খুশি। আনোয়ারের খেলতে সমস্যা নেই প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটির কাছ থেকে নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট পেয়েছেন আনোয়ার। ফলে তাঁর খেলতে সমস্যা নেই। কিন্তু এই ডিফেন্ডারের দল বদল সংক্রান্ত জটিলতা এখনও মেটেনি। আনোয়ারকে হয়তো চার মাসের নির্বাসনের সাজা ভোগ করতে হবে না।

কিন্তু ইস্টবেঙ্গল, দিল্লি এফসি ও আনোয়ারের জরিমানা বহাল থাকবে কি না, সে বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ইস্টবেঙ্গল ও দিল্লি এফসি-র ট্রান্সফার ব্যানও বহাল থাকবে কি না এখনও স্পষ্ট নয়। শুনানিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলা সম্ভব নয়। চলতি আইএসএল-এ প্রথম চার ম্যাচেই হেরে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ফলে আনোয়ারদের উপর প্রবল চাপ তৈরি হয়েছে। কলকাতা ডার্বিতে জয় না পেলে আরও কোণঠাসা হয়ে পড়বে ইস্টবেঙ্গল।

রোনাল্ডোদের কাছে হেরে সতীর্থদের কাঠগড়ায় তুললেন লেভানডফস্কি

আপনজন ডেস্ক: বার্সেলোনার হয়ে ফর্মের তুঙ্গে থেকেই আন্তর্জাতিক বিরতিতে জাতীয় দলে খেলতে গেছেন রবার্ট লেভানডফস্কি। এ মৌসুমে বার্সার জার্সিতে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১১ ম্যাচে ১২ গোল করে ফেলেছেন। ১০ গোল নিয়ে এই মুহূর্তে তিনিই লা লিগার শীর্ষ গোলদাতা।

কিন্তু জাতীয় দল পোল্যান্ডের জার্সিতে কাল রাতে লেভা যেন নিজের ছায়া হয়ে থাকলেন। নিজেদের মাঠ ওয়ারশের স্টেডিয়ন নারোডোভিতে কাল পর্তুগালের বিপক্ষে ৩-১ গোলে হেরেছে পোল্যান্ড। এ হারে উয়েফা নেশনস লিগের ‘এ১’ গ্রুপের তিনে নেমে গেছে পোলিশরা। গ্রুপের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগাল, দুইয়ে লুকা মদরিচের ক্রোয়েশিয়া।

লেভানডফস্কি কাল পুরো ৯০ মিনিট খেললেও গোলের সুযোগ তৈরি করতে পেরেছেন মাত্র একটি। বলে ২৭ বার স্পর্শ করলেও পর্তুগালের বক্সে মাত্র ৪টি। দলকে আরও গোল খাওয়া থেকে বাঁচাতে মাঝেমধ্যে নিচে নেমেও খেলতে হয়েছে তাঁকে। ক্লাব ও জাতীয় দলের মধ্যে পারফরম্যান্সের পার্থক্যের কারণ হিসেবে পোলিশ সতীর্থদের সীমাবদ্ধতাকেই সামনে এনেছে লেভা।

৩৬ বছর বয়সী এই তারকা স্ট্রাইকার ম্যাচ শেষে বলেছেন, ‘আমি তো মিডফিল্ডার নই। নিচে নেমে গিয়ে রক্ষণ সামলে বল নিজেদের অর্ধে নিয়ে আসা আমার কাজ নয়। বড়জোর এই কাজ আমি অনুশীলনের সময় করতে পারি।’

ম্যাচের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেভা দাবি করেছেন, গোল করতে হলে বল তাঁর কাছে পৌঁছাতে হবে। সেই কাজে তাঁর দল পিছিয়ে আছে বলে তিনি মনে করেন, ‘ম্যাচের সময় আমাকে প্রতিপক্ষের গোলমুখের কাছাকাছি থাকতে হয়। কিছু করার (গোল করা বা গোলের সুযোগ সৃষ্টি করার) আগে ক্রস ও পাসের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এটা এমন কিছু, যেখানে আমাকে উন্নতি করতে হবে অথবা পরিবর্তন আনতে হবে। শুধু পর্তুগালের বিপক্ষে নয়, সব ম্যাচের কথাই বলছি। প্রতিপক্ষের বক্সে আমরা নিয়মিত বল পাই না। অথচ একজনের স্ট্রাইকারের ভূমিকা হলো সেখানেই কিছু করার চেষ্টা করা।’

শীর্ষ পর্যায়ের ক্লাব ক্যারিয়ারে লেভা এখন পর্যন্ত ২৮টি ট্রফি জিতলেও পোল্যান্ডের জার্সিতে প্রাপ্তি শূন্য। জাতীয় দলের হয়ে ট্রফি জেতা দূরে থাক, দলকে কখনো সেমিফাইনালেও তুলে পারেননি। যদিও ৮৩ গোল নিয়ে তিনিই পোলিশ ফুটবল ইতিহাসের শীর্ষ গোলদাতা। তবে তাঁর বেশির ভাগ গোল আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ, বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব ও ইউরো বাছাইপর্বের গ্রুপ পর্বে।

পরিসংখ্যান বলছে, এই মৌসুমে বার্সেলোনার হয়ে প্রতি ম্যাচে প্রতিপক্ষের বক্সে গড়ে ৫.৮৬ বার বল স্পর্শ করেছেন লেভা, জাতীয় দল পোল্যান্ডের চেয়ে যা ৬৩% বেশি। এ মৌসুমে বার্সার জার্সিতে তিনি গোলের উদ্দেশে প্রতি ম্যাচে গড়ে ৩.৯৪টি শট নিয়েছেন, পোল্যান্ডের হয়ে তা কমে হয়েছে গড়ে ২.৩৩টি।

উয়েফা নেশনস লিগে পোল্যান্ডের পরের ম্যাচ মঙ্গলবার রাতে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে।

১৬ ঘণ্টা ধরে লিবিয়ার বিমানবন্দরে ‘জিম্মি’ নাইজেরিয়ার ফুটবলাররা

আপনজন ডেস্ক: আফ্রিকান নেশনস কাপের বাছাইপর্বে লিবিয়া-নাইজেরিয়া ফিরতি লেগের ম্যাচটি হওয়ার কথা আগামীকাল বাংলাদেশ সময় রাত একটায়। প্রথম লেগে লিবিয়ার বিপক্ষে ১-০ গোলে জেতার পাশাপাশি বাছাইপর্বে নিজেদের গ্রুপে শীর্ষেও নাইজেরিয়া। তাই ফুরফুরে মেজাজেই লিবিয়ার উদ্দেশে উড়াল দিয়েছিল দলটি। কিন্তু কে জানত, বিভীষিকাময় এক সময় অপেক্ষা করছিল নাইজেরিয়ার খেলোয়াড়দের সামনে! জানা গেছে, লিবিয়ার আল আবরাক বিমানবন্দরে খাবার ও পানি ছাড়া ১৬ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে আটকা পড়ে আছেন নাইজেরিয়ার খেলোয়াড়েরা। পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ, সেটা নাইজেরিয়ার অধিনায়ক উইলিয়াম ট্রোস্ট-একংয়ের ‘এক্স’ অ্যাকাউন্টে তাকালেই বোঝা যায়। পরিস্থিতির বর্ণনা করে একাধিক পোস্টের পাশাপাশি বেশ কিছু ছবিও শেয়ার করেছেন তিনি। সেই ছবিতে দেখা যায়, ভিক্টর বোনাফাইস, কালভিন বাসেইসহ নাইজেরিয়ার কয়েকজন খেলোয়াড় ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছেন। তাঁদের কেউ চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছেন, কেউ লম্বা চেয়ারে শুয়ে পড়েছেন, আবার কেউ কানে হেডফোন লাগিয়ে বিধ্বস্ত চোখে চেয়ে আছেন। হয়তো পুরো ঘটনা হজম করতেই বেগ পেতে হচ্ছিল তাঁদের। এ ঘটনার জেরে পরবর্তীতে ম্যাচ বাতিল করে নাইজেরিয়া। লেস্টার সিটির উইলফ্রেদ এনদিদি তো দাবি করেছেন, তাঁদের ‘জিম্মি’ করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো কীভাবে? এর আগে নাইজেরিয়ার মাঠে ১-০ গোলে ম্যাচ হারের পর লিবিয়া দাবি করেছিল, ম্যাচজুড়ে তাদের সঙ্গে বাজে আচরণ করা হয়েছে। এখন সেই ঘটনার প্রতিশোধে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হলো কি না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন কেউ কেউ। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাইজেরিয়া অবশ্য ম্যাচ বাতিল করার ঘোষণা দিয়েছে। নাইজেরিয়া ফুটবল ফেডারেশনের (এনএফএফ) ডিরেক্টর অব কমিউনিকেশনস আদেমোলা ওলাজিরে বলেছেন, ‘খেলোয়াড়েরা ম্যাচে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এনএফএফ কর্তারা তাদের নাইজেরিয়ায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।’ পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে কনফেডারেশন অব আফ্রিকান ফুটবলকে (সিএএফ) আনুষ্ঠানিক অভিযোগও দিয়েছে এনএফএফ। জানা গেছে, নাইজেরিয়ার খেলোয়াড়দের নিয়ে চার্টার্ড ফ্লাইটটি নামার কথা ছিল বেনগাজিতে। কিন্তু আকাশে থাকতে বিমানকে লিবিয়া সরকার আল-আবরাক বিমানবন্দরে অবতরণ করার নির্দেশ দেয়। সেখানে খেলোয়াড়দের বিমানবন্দর ত্যাগ করতেও বাধা দেওয়া হয়। সড়কপথে আল-আবরাক থেকে বেনগাজিতে যেতে এমনিতেই সময় লাগে ৪ ঘণ্টার মতো, সেখানে নাইজেরিয়ার স্কোয়াড আটকে আছে ১৬ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে।

একাধিক পোস্টে পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন ট্রোস্ট-একং। ৬ ঘণ্টা আগে দেওয়া প্রথম পোস্টে নাইজেরিয়ান অধিনায়ক লিখেছেন, ‘আমরা নিজেদের সম্মান করি এবং প্রতিপক্ষকেও সম্মান করি, যখন তারা নাইজেরিয়ায় অতিথি হিসেবে আসে। ভুল হতেই পারে, কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাজের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ফুটবলের কোনো সম্পর্ক নেই।’ একই সময়ে পৃথক পোস্টে ট্রোস্ট-একং আরও লিখেছেন, ‘এ ধরনের আচরণের পর তারা পয়েন্ট পাক। আমরা সড়কপথে ভ্রমণ মেনে নেব না, এমনকি নিরাপত্তার স্বার্থেও এটা ঠিক নয়। আমরা ভাবতেও পারছি না, কেমন হোটেল কিংবা খাবার দেওয়া হবে যদি আমরা যাত্রা অব্যাহত রাখি।’ পরবর্তী সময়ে আরেকটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘নামার সময় আমাদের বিমান দিক পাল্টানোয় ১২ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে লিবিয়ার পরিত্যক্ত বিমানবন্দরে (আটকে আছি)। লিবিয়া সরকার কোনো কারণ ছাড়াই বেনগাজিতে আমাদের অনুমোদিত অবতরণ বাতিল করেছে। তারা এয়ারপোর্টের গেটে তালা দিয়ে রেখেছে এবং আমাদের ফোনেও কোনো সংযোগ নেই। এমনকি খাবার কিংবা পানি নেই। মানসিকভাবে নাজেহাল করতে এটা করা হচ্ছে।’ এরপর সোমবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে আবারও একাধিক টুইট করে ট্রোস্ট-একং জানান, তাঁরা তখনো বিমানবন্দরে আটকে আছেন এবং কখন সেখান থেকে বের হতে পারবেন, সেটাও জানেন না। এ সময় তিনি লিখেছেন, ‘এ মুহূর্তে আমি কাঁদার বদলে হাসার চেষ্টা করছি।’ পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ছয়টার দিকে নাইজেরিয়ান অধিনায়ক জানান, সংকটের সমাধান হয়েছে। তাঁরা কিছুক্ষণের মধ্যে নাইজেরিয়ার উদ্দেশে রওনা দেবেন বলে আশা করছেন। এনদিদি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন, ‘এটা ফুটবল নয়, খুবই বিব্রতকর। একটি জাতীয় দলের কাছে জিম্মি, লজ্জা।’ বোনাফাইস তাঁর পোস্টে লিখেছেন, ‘খাবার ছাড়া, ওয়াই-ফাই ছাড়া এবং ঘুমানোর কোনো জায়গা ছাড়া বিমানবন্দরে প্রায় ১৩ ঘণ্টা ধরে আছি। আফ্রিকা আমরা ভালো কিছু করতে পারি।’ স্কোয়াডে না থাকা নাইজেরিয়ান তারকা ভিক্টর ওসিমেনও নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, ‘লিবিয়া এয়ারপোর্টে গতকাল রাতে আমার ভাই এবং কোচরা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, তা নিয়ে আমি হতাশ। এমন কাজ স্পোর্টসম্যানশিপের সঙ্গে যায় না। দলের পাশে আছি এবং আমি জানি যে বাধাই আসুক, তারা শক্ত থাকবে। আমি সিএএফকে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানাচ্ছি।’

প্রথম লেগের পর লিবিয়া অভিযোগ করে জানায়, নাইজেরিয়া ভ্রমণে বাজে অভিজ্ঞতার শিকার হতে হয়েছে তাদের। লিবিয়ার অধিনায়ক ফয়সাল আল-বাদরি দাবি করেছেন, এনএফএফ তাঁদের নির্বিঘ্নে চলাচল করতে দেয়নি। আল-বাদরি বলেন, ‘আমরা সকাল ছয়টায় হোটেল ত্যাগ করি এবং বিমান উড়াল দেয় ৯টায়। ফ্লাইটে আমাদের চার ঘণ্টা লাগে। লিবিয়ার সময় অনুযায়ী আমরা নাইজেরিয়ায় পৌঁছাই বেলা একটায়।’

আল-বাদরি আরও বলেছেন, ‘এক ঘণ্টা ধরে বিমানে আমাদের লাগেজ চেক করা হয়। আমাদের এক শহর থেকে অন্য শহরে যেতে তিন ঘণ্টা বিলম্ব হয়, যদিও আমরা প্রাইভেট বিমানে করে গিয়েছিলাম। আর আমরা যে শহরে খেলতে চেয়েছিলাম, তার পাশেই বিমানবন্দর ছিল।’ তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন এনএফএফের সহকারী পরিচালক এমানুয়েল আয়ানবুনমি। উল্টো তিনি লিবিয়ার ফেডারেশনকে ঠিকঠাক তথ্য না দেওয়ার জন্য এবং সাহায্য না করার জন্য দায়ী করেন।

সিরিজে ভারতের ওভারপ্রতি ১২.৫৪ রান, এমন কিছু আগে দেখেনি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি

আপনজন ডেস্ক: গোয়ালিয়রে প্রথম ম্যাচে রান তাড়ায় ১১.৫ ওভারে ১৩২ রান। দিল্লিতে দ্বিতীয় ম্যাচে ২০ ওভারে ২২১। এরপর ভারতের ব্যাটসম্যানরা বাংলাদেশের বিপক্ষে সবচেয়ে বেশি ধ্বংসযজ্ঞ চালালেন হায়দরাবাদে সিরিজের শেষ ম্যাচে। সঞ্জু স্যামসনের সেঞ্চুরি ও সূর্যকুমার যাদবের ফিফটিতে ভর করে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৯৭ রান তোলে ভারত। সিরিজের তিন ম্যাচেই বাংলাদেশের বোলারদের মনোবল দুমড়েমুচড়ে একটি বিশ্ব রেকর্ড গড়ে ফেলেছে ভারত। সিরিজে ভারত ওভারপ্রতি রান তুলেছে ১২.৫৪ করে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির ১৯ বছরের ইতিহাসে কোনো দ্বিপাক্ষিক সিরিজে কিংবা টুর্নামেন্টে কোনো দলের এত বেশি রান রেট ছিল না। হিসাবটা কোনো ধরনের মানদণ্ড ছাড়াই করা, যেমন সিরিজ বা টুর্নামেন্টে ন্যূনতম কয়টি

ম্যাচ খেলতে হবে সেই বাধ্যবাধকতা বাদ দিয়ে করা।

ভারত ভেঙেছে দক্ষিণ আফ্রিকার রেকর্ড। ২০২৩ সালে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজে ওভারপ্রতি ১২.১০ রান করেছিল প্রোটিয়ারা। এমন বেধড়ক ব্যাটিংয়ের পরও অবশ্য সিরিজটা জিততে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। তিন ম্যাচের সিরিজটা ২-১ ব্যবধানে হেরে যায় স্বাগতিকেরা। সিরিজজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজও সিরিজে ওভারপ্রতি ১২.০৭ গড়ে রান তুলেছিল। ইতিহাসে যা তৃতীয় সর্বোচ্চ। দুই দল মিলিয়েই সেই সিরিজে ওভারপ্রতি রান রেট ছিল ১২.০৮। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে আর কোনো সিরিজ বা টুর্নামেন্টে ওভারপ্রতি ১১ রানও হয়নি।

সিরিজ বা টুর্নামেন্টের এই হিসেবে বাংলাদেশ-ভারত সিরিজটা আছে ৩১ নম্বরে। সিরিজটা এত নিচে থাকার দায়টা পুরোপুরিই বাংলাদেশের। বাংলাদেশ যে সিরিজে ওভারপ্রতি রান করেছে ৭.১১। তাতে ভারতের বিশ্ব রেকর্ডের পরও দুদল মিলে ওভারপ্রতি রান ৯.৬৩।

সিরিজটিতে অবশ্য ওভারপ্রতি রান ছাড়াও সব বিভাগেই ভারতের চেয়ে যোজন ব্যবধানে পিছিয়ে ছিল বাংলাদেশ। ভারত যেখানে প্রতি ৩৬.১১ রানে একটি উইকেট হারিয়েছে, বাংলাদেশ হারিয়েছে ১৬.৩৮ রানে। সিরিজে ভারতের চেয়ে ২২৪ রান কম করেছে বাংলাদেশ। ছক্কার হিসেবে তো ভারত প্রায় চার গুণ এগিয়ে– বাংলাদেশ ১২, ভারত ৪৪।

‘বাবরকে বাদ’- ফখরের প্রশ্ন, অসন্তুষ্ট পিসিবি

আপনজন ডেস্ক: বাবর আজম পাকিস্তান দল থেকে বাদ পড়বেন, খবরটা শুনে হজম করতে পারেননি ফখর জামান। বাবরকে বাদ দেওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসার আগেই তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘প্রতিবাদ’ জানিয়েছিলেন এই ক্রিকেটার। ভারতের বিরাট কোহলিকে টেনে এনে তুলেছিলেন প্রশ্ন। তবে ফখরের প্রশ্ন তোলাটা ভালোভাবে নেয়নি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের শেষ দুই টেস্টের দল থেকে ৪ জনকে বাদ দিয়েছে নতুনভাবে গঠন করা নির্বাচক কমিটি। বাবরের সঙ্গে বাদ পড়াদের দলে আছেন শাহিন আফ্রিদি, নাসিম শাহ ও সরফরাজ আহমেদ। পিসিবি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বলেছে, তাঁদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। টানা ১৮ টেস্ট ইনিংসে ফিফটি না পাওয়া বাবর ও অন্যদের বাদ দিয়ে পাকিস্তান দল ঘোষণা করা হয় রোববার বিকেলে। এর আগেই খবরটি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে চলে আসে। ফখর তখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লেখেন, ‘বাবর আজমকে বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে শুনছি, এটা উদ্বেগজনক। ভারত তো বিরাট কোহলিকে ২০২০ থেকে ২০২৩ সালের খারাপ সময়ের জন্য বেঞ্চে বসায়নি। ওই সময় কোহলির গড় ছিল যথাক্রমে ১৯.৩৩, ২৮.২১ এবং ২৬.৫০। আমরা যদি দলের প্রধান ব্যাটসম্যানকে বসিয়ে রাখার চিন্তা করি, যে কি না তর্কযোগ্যভাবে পাকিস্তানের সেরা ব্যাটসম্যান, এটা দলের মধ্যে গভীর নেতিবাচক বার্তা দেয়। এখনো প্যানিক বাটনে চাপ দেওয়াটা এড়ানোর সময় আছে। প্রধান খেলোয়াড়দের অবমূল্যায়ন না করে তাদের রক্ষায় মনোযোগ দিতে হবে আমাদের।’ বার্তা সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, ফখরের প্রকাশ্য মন্তব্যে অসন্তুষ্ট হয়েছে পিসিবি। বিশেষ করে তাঁর বলার ধরনে। সূত্র জানায়, নতুন নির্বাচক আজহার আলী বাবরের কাছে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া নিয়ে ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন, ‘আজহার পরিষ্কার করেই বাবরকে বলেছে, সে পাকিস্তান ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় ভালোমতোই আছে।’ ইংল্যান্ডের কাছে মুলতানে প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ৪৭ রানে হেরেছে পাকিস্তান। এর আগে আগস্ট-সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের কাছেও দুই টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হয়। একই পরিস্থিতি ছিল সর্বশেষ অস্ট্রেলিয়ার তিন টেস্টেও। টানা ছয় টেস্ট হেরে যাওয়া পাকিস্তান দল বাবরকে বাদ দিয়েছে, ব্যাপারটা মানতে কষ্ট হচ্ছে মাইকেল ভনেরও। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক বাবরকে সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টে না রাখার সিদ্ধান্তকে ফালতু আখ্যা দিয়ে এক্সে লিখেছেন, ‘হুমমম, পাকিস্তান অনেক দিন ধরে জেতে না। সিরিজে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে গেছে। এখন বাবরকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাকিস্তান ক্রিকেট বিস্ময়ে ভরা। কিন্তু এটা অনেক ওপরে। একেবারে ফালতু সিদ্ধান্ত। যদি না সে নিজে বিরতি চেয়ে থাকে।’ বাবরসহ চার ক্রিকেটারকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পাকিস্তান নারী দলের সাবেক অধিনায়ক জাভেরিয়া খানও। তিনি এক্সে লিখেছেন, ‘বিশ্ব ক্রিকেটে আমরা নিজেরাই নিজেদের তামাশায় পরিণত করেছি। যে কাঠামো বাবর আজমের মতো খেলোয়াড়কে সম্মান করে না, সেখানে তাঁর মতো খেলোয়াড় থাকাও উচিত নয়। বিধ্বস্ত মন, বিদ্রূপ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাপকাঠিতে বিচার এবং চাপ নিয়ে কোনো ক্রীড়াবিদই সব সময় পারফর্ম করতে পারবে না।’ জাভেরিয়ার মতে, প্রধান খেলোয়াড়দের বিশ্রাম দেওয়া হলে সেটি সিরিজের শুরুতেই দেওয়া উচিত, মাঝে নয়, ‘সিদ্ধান্তটা যদি আগে নেওয়া হতো, খেলোয়াড়দের জন্য উপকার হতো, একটা ইতিবাচক বার্তা যেত। আর এটা স্পষ্ট যে এই চার খেলোয়াড়ের বিশ্রাম দরকার নেই। বরং সিস্টেমেরই নতুন মানসিকতায় চালু করা দরকার। পাকিস্তান ক্রিকেটকে এভাবে নিচে নেমে যেতে দেখাটা খুবই হতাশার।’ পাকিস্তান-ইংল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে আগামীকাল।

দয়াতারি খাটুয়া: মহামেডানের এক নীরব, অবিচল অভিভাবক

মারুফা খাতুন ● কলকাতা

আপনজন: ১৯৭২ সালে উড়িষ্যা থেকে আসা দায়াতারি খাটুয়া শুধু মহামেডান এসসির একজন সদস্যই নন, অভিভাবকের মতো মাঠের দিকে নজর রেখে গেছেন এতদিন ধরে। তিনি মহামেডানের নীরব, অবিচল অভিভাবক। যে মুহূর্ত থেকে তিনি মাঠে নেমেছিলেন তাতে এটি স্পষ্ট ছিল যে তার কাজ কেবল গ্রাউন্ডকিপার হয়ে নয় বরং তার চেয়ে বেশি কিছু হতে চলেছিল। মহামেডান এস সির আধিপত্যের সোনালী যুগ থেকে কঠিন সময় পর্যন্ত পূর্ণ যাত্রার

সাক্ষী হয়ে থেকেছেন তিনি। খাটুয়া এমন একটি ব্যক্তিত্ব যা শুধু ক্লাবই নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড় ও কোচদের দ্বারাও স্বীকৃত। এছাড়াও জামশেদ নাসিরি, চিমা ওকোরি এবং মাজিদ বাসকারের মতো কিংবদন্তিসহ ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ব্রিগেডের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কিছু সেরা খেলোয়াড়ের সাথে ঘনিষ্ট ভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। এমনকি খাটুয়ার ছেলে ওম প্রকাশ খাটুয়া মহামেডান এসসি দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করে বাবার মতোই একই পথে হাঁটলেন। বর্তমানে ৩০ বছর বয়সে তিনি কিট ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছেন। গত চার বছর ধরে খাটো আর ছেলের যাত্রা পরিবারের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেখায় যা ক্লাবের সাথে তাদের বন্ধনকে আরো শক্তিশালী করে।

জাতীয় দলের খেলা রেখে নৈশক্লাবে এমবাপ্পে, মুখ খুললেন সতীর্থরা

আপনজন ডেস্ক: জাতীয় দলের প্রতি নিবেদনের প্রশ্নে এমনিতেই আলোচনায় ছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ফ্রান্সের খেলা বাদ দিয়ে নৈশক্লাবে মত্ত থাকার অভিযোগ। তবে এসব বিতর্কে ফরাসি অধিনায়কের ঢাল হয়েছেন তার সতীর্থরা। বরং কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তারা সংবাদমাধ্যমকে। দেশের চেয়ে ক্লাবকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। এখন থেকে জাতীয় দলের হয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলোয় খেলবেন বা বেছে বেছে ম্যাচ খেলবেন এমবাপ্পে, এমন গুঞ্জনও চলছে। এর মধ্যেই সুইডিশ সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়,

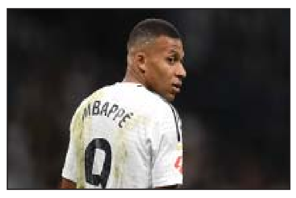

ইসরাইলের সঙ্গে ফ্রান্সের ম্যাচের সময়টায় সুইডেনের এক নৈশক্লাবে দেখা গেছে এমবাপ্পেকে। এতে যেন সমালোচনার আগুনে ঘি পড়ে আরও। শনিবার সংবাদ সম্মেলনে এমবাপ্পের নৈশক্লাবে যাওয়ার প্রসঙ্গেই প্রশ্ন ছুটে গেল ভেসলে ফোফানার কাছে। ফ্রান্সের এই ডিফেন্ডার বললেন, তাদের অধিনায়কের মাঠের বাইরের এসব কিছু কোনো প্রভাব ফেলেনি দলে। ফোফানা বলেন, ‘ফাঁকা সময়টায় যার যা ইচ্ছা, করতেই পারে লোকে। এই ব্যাপারটি (এমবাপ্পের নৈশক্লাবে থাকা) নিয়ে আজকে আমাদের দলে কোনো কথাই হয়নি। আমি এসবের কিছুই শুনিনি।’

চেলসির এই তরুণ ডিফেন্ডার বরং পাল্টা তির ছুড়লেন সংবাদমাধ্যমের দিকেই। বলেন, ‘তার (এমবাপ্পে) যেটা ইচ্ছা সে করতেই পারে। সে দারুণ এক ছেলে এবং খুবই পেশাদার। আমরা কি ব্যাপারটাকে একটু বেশিই বড় করে দেখছি? জানি না।’

ফোফানা বলেন, সে ফ্রান্সের সেরা ফুটবলার। তাকে নিয়ে এসব প্রচার বেশিই হবে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**